রাণী দুর্গাবতী।

(ঐতিহাসিক কাব্য)

শ্রীকালীভূষণ মুখোপাধ্যায়
বিরচিত।

কলিকাতা,
২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
"বেঙ্গল মেডিকেল্ লাইব্রেরী" বা
"গুরুদাস লাইব্রেরী" হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

মূল্য ৸৹ বার আনা মাত্র।

CALCUTTA:

Printed by N. B. Dass,

At the "Victoria Press"

2, Goabagan Street.

উৎসর্গ-পত্র।

স্বর্গীয়া মাতৃদেবী

রসময়ী দেবীর

পবিত্র স্মৃতিতে—

মর্ত্ত্যের জীবন্ত দেবী, পুণ্যময়ী মাতৃছবি,
সংসার-মরুর মাঝে ছায়া সুশীতল।
ঈশ্বর আছেন শুনি, কিন্তু তাঁর মূর্ত্তিখানি,
ক'জনে দেখেছে বল থেকে ধরাতল?
মায়ের মূরতি মাঝে, ঈশ্বরত্ব সদা রাজে,
মাতাই সংসার মাঝে সাক্ষাৎ ঈশ্বরী,
পিতা, ভ্রাতা, জায়া, বোন্, স্বার্থে-বদ্ধ সর্ব্বজন,
নিঃস্বার্থ মমতা শুধু মাতাতেই হেরি।

জননী জনমভূমি, স্বর্গ হ'তে শ্রেষ্ঠ গণি,
গিয়াছেন ভারতের মহাজনগণে ;
কি মোহন মাতৃছবি, মাতাতে মধুর সবি,
মধুর হইতে মধু মধুর মিশ্রণে।

'মা' 'মা' ডাকে কত সুখ, শান্তিময় মা'র বুক,
কি মধুর জননীর সুখ-সন্নিধান !
এ সুখে বঞ্চিত যে-ই, হতভাগ্য ভবে সে-ই,
সংসার, অরণ্য—তা'র সকলি সমান।

মাগো,
তব ঋণ শোধ করে, হেন সাধ্য কা'র মরে ?
বদ্ধ জীব মাতৃ-ঋণে জনম সকল ;
তব পুণ্য স্মৃতি স্মরে, ভাসি মাগো নেত্রাসারে,
ধর মাগো, সন্তানের ভক্তি অশ্রুজল।

দীন পুত্র—
শ্রীকালীভূষণ দেবশর্ম্মা।

গ্রন্থকারের নিবেদন

মদ্‌রচিত "বঙ্গের কলঙ্ক" নামক কাব্য প্রকাশিত হইলে পর ভারত-গৌরব, বঙ্গের সুসন্তান স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত সি, আই, ই, মহোদয় সুদূর লণ্ডন হইতে এক পত্রে আমাকে লিখিয়াছিলেন যে, "আর দেশের কলঙ্ক পড়িতে ভাল লাগে না। আমি আশা করি, আপনার ভবিষ্যৎ কাব্য * * * * * * ইহার কোন একটি বিষয় অবলম্বনে রচিত হইবে।" তদনুসারে একখানা ঐতিহাসিক কাব্য লিখিবার আশা আমার হৃদয়ে বলবতী হওয়ায় আজ প্রায় দুই বৎসর হইল এই কাব্যখানার কিয়দংশ লিখিত হয়। কাব্যখানা ক্ষুদ্র হইলেও নানাকারণে এই সুদীর্ঘ সময় মধ্যে উহা সম্পূর্ণ করার সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই। পক্ষান্তরে, বর্ত্তমান সময়েও পুস্তকখানি একটুকু তাড়াতাড়িই শেষ করিতে হইয়াছে।

পুণ্যবতী রাণী দুর্গাবতীর চরিত্র অতীব উচ্চ অঙ্গের। আদর্শ-ভূপতি, মোগলকুল-তিলক সম্রাট্ আকবরের সময়ে রাণী দুর্গাবতীর আবির্ভাবে "সোণায় সোহাগা" হইয়াছিল। আদর্শ-সতী দময়ন্তীর লীলাভূমিতে কালঞ্জরাধিপতি কীর্ত্তিসিংহাত্মজা রাণী দুর্গাবতী আবির্ভূতা হইয়া ভারতে যে কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহা জগতে

"One of the most remarkable character in Indian history"—(Late R. C. Dutt).

ন্যায়দর্শী মোগল-কেশরী আকবর শাহের মত আদর্শ-নরপতি আর কেহ দিল্লীর সিংহাসন কদাপি অলঙ্কৃত করেন নাই। এই গ্রন্থে তাঁহারও চরিত্র যথাসাধ্য অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। বস্তুতঃ আকবর যে জগদীশ্বরের বিশেষ আশীর্ব্বাদ লইয়া ভারতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাঁহার পবিত্র চরিত্র আলোচনা করিলে হৃদয়ে প্রকৃতই যুগপৎ প্রীতি ও ভক্তির উদ্রেক হয়। "We are bound to recognise in Akbar one of those illustrious men whom Providence sends in the hour of a nation's trouble".—(Malleson's Akbar)। সম্রাট্ আকবরের গড়-মণ্ডল রাজ্যের স্বাধীনতা হরণ ব্যাপারে কেহ কেহ তাঁহার মহৎ চরিত্রের উপর দোষারোপ করিতে পারেন, কিন্তু রাজনীতি, সংসারের সাধারণ ন্যায়নীতি হইতে অনেকটা পৃথক্ বটে; আকবরের নীতি সকল সময়ে সংসারের ন্যায়নীতির অনুমোদিত না হইলেও তাহা রাজনীতির সম্পূর্ণ অনুমোদিত। "His first aim was to bring all India under one Sceptre, and to accomplish this task in great measure by

enlisting in its favour the several races which he desired to bring within fold." "The problem to his mind * * was to conquer that he might unite; to introduce as he conquered, principles so acceptable to all classes, to the prince as well as to the peasant, that they should combine to regard him as the protecting father"—(Malleson's Akbar).

• রণক্ষেত্রে রাণী দুর্গাবতীর আত্মহত্যা হিন্দুর চক্ষে গর্হিত কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইলেও উহা রাণীর আত্মোৎসর্গের এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। "When seeing her army routed and being herself severely wounded, she avoided falling into the hands of the enemy by stabbing herself with her dagger."—(Elphinstone's History of India). বীরাঙ্গনার শেষ বাক্য ইতিহাসে জ্বলন্ত অক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে। "It is true, we are overcome in war, but shall we ever be vanquished in honour? Shall we for the sake of a lingering ignominious life, lose the reputation and virtue which we have been so solicitous to acquire."—(Rani Durgabati).

এই গ্রন্থে কল্পনার আশ্রয় অধিক গ্রহণ না করিয়া অধিকাংশ স্থলেই ঐতিহাসিকতা পূর্ণ মাত্রায় রক্ষা করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে।

কালীগঞ্জ (ঢাকা)
২৬শে অগ্রহায়ণ, ১৩১৬ } শ্রীকালীভূষণ মুখোপাধ্যায়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

আমার এই কাব্যখানি বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট ট্রেনস্লেটার, রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ স্কলার শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহোদয় দয়া করিয়া "আদ্যোপান্ত পাঠ" করিয়া দিয়াছেন। তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। ইতি

১১ই কার্ত্তিক,
১৩১৭ সন } গ্রন্থকার

রাণী দুর্গাবতী।

(কাব্য)

প্রথম সর্গ।

নিদাঘের অপরাহ্ণ ; নীরব নির্ব্বাত
নীল নিরমল নভঃ। সুদূর অম্বরে,
নবীন নীরদমালা—নিথর, নিশ্চল।
একত্রি' ময়ূখজালে দিনমণি ধীরে,
অস্তাচল-গুহা-পানে করিছে গমন ;
পশ্চিম গগন যেন বিচিত্র ভূষণে
ভেটিতে দিনেশে এবে হই'ছে সজ্জিত।
রক্তিম শীর্ষক পরি' বিটপি-নিকর,
দাঁড়া'য়েছে সসম্ভ্রমে প্রহরীর বেশে।
কুলায়ে ছুটেছে পাখী দেখি' তামসীরে,
শাখি-শিরে বসি' কেহ লভিছে বিরাম।
ফোটে কলি, ছোটে অলি কুসুম-কাননে,
মহানন্দে মকরন্দে পীয়ে মনঃসুখে।

সরোবরে সরোজিনী মলিন-বদন,
কুমুদিনী বিনোদিনী প্রফুল্ল-আনন,
আবেশ-অবশ-তনু রসে টলমল,
বিলোল হিল্লোলে দু'লে, প্রেমে ঢল ঢল,
ধীর সমীরণে ধীরে হেলিছে কখন।
অতীতের শত-কথা গাহি' ধীর নাদে,
ধাইছে যমুনা চলি' বরষা-যৌবনে।
মরম-ঘাতিনী নদী! ভারতের যত
অতীত গৌরবরাজি করা'তে স্মরণ,
দাহিতে জীবন, ওই অভাগিনী নদী
এখনও বহিতেছে হতভাগ্য দেশে!
ওর তীরে কত রত্ন হ'য়েছে বিলীন,
তরঙ্গে তরঙ্গে ওর মিশিয়াছে কত
বীরের শোণিত বিন্দু! গিয়াছে সকল,
অতীতের সাক্ষীরূপে এখনও শুধু
বহিছে যমুনা আজ এ ভারত মাঝে;
আর অতীতের স্মৃতি জাগায়ে হৃদয়ে,
বহে রক্তবিন্দু শুধু আর্য্য-সুত-দেহে।

বহিছে যমুনা পূর্ব্ব-গৌরব বাহিনী
কুল কুল কুল স্বরে। শোভে শোভাময়ী
দিল্লী—শোভে "কিল্লা রায় পৃথ্বীরা" গরবে—
শেষ হিন্দু সম্রাটের শেষ কীর্ত্তি ওই,
ঘোষি' পৃথ্বীতলে পৃথ্বীরাজের প্রতাপ।
যমুনা-শীকরবাহি-ধীর-সমীরণ
বহিতেছে তোষি' যুবা সম্রাটের মনঃ।
বসি' সৌধ'পরে এবে সুখে আকবর—
শুক্লপক্ষ-মুখে চন্দ্র ভারত-গগনে—
সেবিছেন নিরজনে সান্ধ্য সমীরণ।
অনুচর সহচর নাই কেহ সেথা,
যমুনার স্রোতঃসনে কল্পনার স্রোতঃ
ভাসাইয়া মহীপাল গড়িছেন কত,
ভাঙ্গিছেন কত পুনঃ, ভাবিছেন কত।
অনন্ত চিন্তার স্রোতঃ মিশিছে অনন্তে,
যমুনার স্রোতঃ-বেগ ফেলিয়া পশ্চাতে।
ক্ষণ পরে নরনাথ ফেলি' দীর্ঘ-শ্বাস,
কহিতে লাগিলা ধীরে আপনার মনে :—
"সহায় হইও বিভো, রেখো দাসে পায়,
অতি গুরু ভার নাথ, দিয়েছ অধমে।

আত্মসুখ, বিলাসিতা নাহি চাই প্রভো,
আক্বরের রাজধর্ম্ম নহে কভু তাহা।
ভারতের রাজ্যভার অতি গুরুতর—
বহুজাতি, বহুধর্ম্ম, মানব-প্রকৃতি
বিভিন্ন এখানে বটে প্রদেশে প্রদেশে।
যত দেশ, যত রাজ্য বিরাজে ধরায়,
সব হ'তে ভারতের রাজদণ্ড-ভার
অতীব কঠিন। সেই গুরু ভার অতি
বিভো, করিয়াছ ন্যস্ত এ অধম'পর।
একে তো বালক আমি, তাহে এ হৃদয়
নহে কভু আলোকিত জ্ঞানের আলোকে!
অনুচর, মন্ত্রিগণ— সব স্বার্থ-পর,
সহজে অধর্ম্ম-পথে করে বিচরণ।
তরণী গ'ড়েছ বড়—কাণ্ডারী তাহার
গড় নাই সুনিপুণ। তবে যবে নাথ,
মম পূর্ব্ব পুণ্যফলে, দিয়াছ এ ভার—
চিরকাল এ হৃদয়ে তোমারে স্মরিয়া,
হ'ব পার এ বিশাল রাজত্ব-অর্ণব।
কর আশীর্ব্বাদ দাসে—তব পা' দু'খানি

না হয় বিস্মৃত যেন দীন আকবর,
না হয় বিস্মৃত যেন পূর্ব্ব মহা মহা
রাজর্ষি সকলে। কর দীনে আশীর্ব্বাদ—
ভারতের রাজ্য সব একত্র করিয়ে,
শান্তির রাজত্ব যেন পারি সৃজিবারে।
জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে পালি' প্রজাগণে,
চির-শান্তি-সুখ যেন পারি সবে দিতে।
মাতৃক্রোড়ে নিরাতঙ্কে থাকে যথা শিশু,
হাসে, খেলে, নাচে, গায় আপনার মনে,
তথা প্রজাগণে যেন পারি রাখিবারে;
"রাজভয়" 'শব্দ যেন নাহি রয় দেশে।
প্রজার সুখেতে সুখ, প্রজা-দুঃখে দুখ,
প্রজাগত প্রাণ যেন হয় হে আমার।
ধন-ধান্যে পূর্ণ সদা থাকে যেন দেশ,
জ্ঞানের আলোক যেন আলোকে নিয়ত,
বাণিজ্য, শিল্পের গতি বহে অবিরাম,
জ্ঞান-ধন একাধারে রাজে যেন সদা।"
নীরবিলা মহীপাল আপনার মনে,
নীরবিল দশ দিক্ সম্রাটের সনে।

আবার আবার তবে কহিলা নরেশ—
"অধমের মনোবাঞ্ছা হ'বে কি পূরণ?"
"নিশ্চয়" "নিশ্চয়"—ঘন প্রতিধ্বনি যেন
ধ্বনিল শ্রবণ-পথে ; চমকিলা ভূপ।

পশ্চিম গগন পানে চাহি' পুনরায়
আরম্ভিলা দিল্লীশ্বর :—"দেব অংশুমালী,
দাসের প্রণতি এবে করহ গ্রহণ।
প্রভাতে তুমি হে নাথ, তরুণ তপন।
নবীন উৎসাহে পূর মানবের মনঃ।
ক্রমে ধীরে বিকাশিয়া ময়ূখ-মালায়,
উদ্ভাসিত কর দেব, দিগঙ্গনাগণ,
শাস মহীতল নিজ দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপে।
অপরাহ্নে শান্তি-সুধা ঢালিয়া ধরায়,
অস্তাচল-গুহা-পথে করহ গমন।
কহ বিভাবসু, কহ সন্তানে তোমার—
হেন আশীর্ব্বাদ অর্ক, করিবে কি দাসে?
জীবন-প্রভাতে আর মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে,
সাধিয়া আপন কাজ তোমার মতন,
পারিব কি অস্তাচলে করিতে গমন?
দিননাথ, কৃপা করি' কহ তা' দীনেরে।

শেষ স্নিগ্ধ রশ্মি-জালে সম্রাট-বদন
মুছিয়া, আশ্বাসি' যেন সরোজ-বান্ধব
ডুবিলা গগন-প্রান্তে ; শান্ত হ'ল যেন
দিল্লীশের চিন্তা-ক্লিষ্ট-বিষাদিত মনঃ।

সেনাপতি আসফখাঁ আর বীরবল
প্রবেশি' সেখানে এবে করিলা "কুর্নিস"।
'এস' 'এস' বলি' তবে ভারত-ঈশ্বর
সম্ভাষিলা দোঁহে ; উভে লভিলা আসন।

কতক্ষণে তবে ভূপ লাগিলা কহিতে :—
"হের বীরবল, হের হের হে আসফ,
প্রকৃতির শোভা মরি কিবা অপরূপ
এ সায়াহ্নে আজি! কর্ম্মক্লান্ত কলেবর
জুড়াইতে আজ, বসি' এ নিভৃত-স্থলে
কত কথা, কত চিন্তা জাগিল হৃদয়ে।
মধুর—এ অপরাহ্ণ এ নিভৃতে আজ,
মধুর—অনিল মন্দ জুড়ায় পরাণ,
মধুর—যমুনা গাহে কুল কুল তান,
মধুর—কোকিল-কণ্ঠে সুমধুর গান!
শ্রান্তি দূর আশে আজ বসিয়া হেথায়,
বিমল বিরাম-সুখ লভিনু ক্ষণেক।"

বন্দি' মহীপালে, ধীরে সুধী বীরবল
লাগিলা কহিতে এবে :—"হে সম্রাট, তুমি
কর্ম্মবীর বলি' আজ বিখ্যাত জগতে,
কর্ম্মই তোমার মাত্র জীবন-সম্বল,
শান্তি-সুখ তব ভাগ্যে দুর্ল্লভ ভুবনে।
"আত্মানং সততং রক্ষেৎ"—ঋষি-বাক্য এই,
দারা, ধন, জন আদি তাহার পশ্চাতে –
এ কথা তো তুমি নৃপ, আছহে বিদিত।
স্বাধীন রাজত্ব-পদ লভিলে ভূ-তলে,
ভোলে কি মানব তবে আপন জীবন?"—
"স্বাধীন রাজত্ব-পদ?" হাসিলা নরেশ,
"কাঁঠালের আম্র-সত্ব'—সকলি সমান!
অসংখ্য প্রাণের চিন্তা প্রাণেতে যাহার,
লক্ষ লক্ষ জীবনের মঙ্গলামঙ্গল,
করিছে নির্ভর সদা যাহার উপর,
মারীভয়, দস্যুভয়, দুর্ভিক্ষের কোপ
অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, সলিল-প্লাবন,
ছলনা, শঠতা, চৌর্য্য—ঘোর শত্রুগণ,

ঘুরিছে, ফিরিছে সদা চৌদিকে যাহার,
প্রজার চিন্তা-ই যা'র নিত্য সহচরী,
'স্বাধীন' তাহার প্রাণ ? এ জগতে যদি
দাসত্ব প্রকৃত কিছু থাকে কোন স্থানে,
তাহা শুধু বটে এই রাজত্বের পদে।
কর্ত্তব্যের ডোরে রাজা বাঁধা প্রজা-পাশে,
প্রজার দাসত্ব রাজা করেন নিয়ত
কর্ত্তব্য পালনে। সুধী বীরবল, তুমি
এখনো রাজত্ব পদ বলিবে 'স্বাধীন' ?
যদি তাহা সত্য, তবে কে ভবে অধীন ?
স্বাধীনতা নাহি করে অট্টালিকা-বাস,
অটবী-উটজে তা'র নিয়ত আবাস।"
শুনিয়া সম্রাট-বাণী মুগ্ধ বীরবল
বিস্ময় মানিলা মনে ; উত্তরিলা পুনঃ—
"ধন্য এ ভারত-ভূমি, ধন্য তুমি রাজা,
ধন্য এ ভারতে আজি মোরা তব প্রজা !
'মহতী দেবতা রাজা মনুষ্য রূপেতে'—
এ বাক্যের সার্থকতা হ'বে তোমা হ'তে।
দুর্ল্লভ রাজত্ব-পদ এ মহীমণ্ডলে,
বহুপুণ্যে জীব তা'র হয় অধিকারী ;

লভেছে ভারত-মাতা সুযোগ্য কুমার,
যাঁহা হ'তে মুখোজ্জ্বল হইবে তাঁহার।"
উত্তরিলা আকবর সুগম্ভীর স্বরে :—
"আত্মপ্রশংসাতে তুষ্ট নহে আকবর,
প্রশংসা-আকাঙ্ক্ষা নাই হৃদয়ে তাহার।
সে চাহে নিয়ত নিজ কর্ত্তব্য করিতে,
(আর) দেখিতে সকলে ব্যস্ত কর্ত্তব্য কার্য্যেতে।
এ সংসারে রাজপদে অভিষিক্ত যাঁরা,
বহুশত্রু তাঁহাদের ; কিন্তু তা'র মাঝে,
চাটুবাক্য বটে এক শত্রু ঘোরতর।
শৈশব হইতে রাজ-সন্ততি সকল,
স্তুতি আর চাটুবাক্য শোনয়ে কেবল ;
প্রতিবাদ, উপদেশ-পূর্ণ বাক্যরাজি
কদাচিৎ কহে কেহ তাঁহাদের প্রতি।
ইহাই তাঁদের এক ঘোর অন্তরায়—
ভাল, মন্দ, ন্যায়ান্যায়, কর্ত্তব্য নির্ণয়ে ;
ইহাই তাঁদের বহু অনর্থের মূল—
অসীম দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য পালনে।
পোষা পশু-পক্ষী প্রায় লুপ্ত হয় ধীরে
তাঁহাদের স্বাভাবিক ধর্ম্ম একে একে।

জানি আমি, বীরবল, স্বভাব তোমার,
নীচ রাজ-চাটুকার নহ তুমি কভু।
কিন্তু মোর বড় ভয় স্তুতিবাক্য'পর,
মাদক দ্রব্যের মত শকতি উহার।
উহার কুহকে পড়ি' রাজা, ধনী কত,
গিয়াছেন অধঃপাতে চিরকাল তরে।
যাদু-মন্ত্র মত ওর প্রভাব প্রখর,
তাই বলি' আজ হেন কহিনু তোমারে।"
বীরবল মনে মনে লাগিলা ভাবিতে :—
"ভারত-গগনে এবে বহুদিন পরে
উদিত হইল ধ্রুব সৌভাগ্য-তপন।
তরুণ-বয়স্ক এই ভারত-ভূপতি,
নিশ্চয় নিশ্চয় কোন শাপগ্রস্ত দেব,—
ইচ্ছাময় ঈশ্বরের বিশেষ ইচ্ছায়,
অধিষ্ঠিত আজি দিল্লী-সিংহাসন'পরে।
প্রত্যেক বাক্যেতে এঁর অমিয় বরষে,
ইচ্ছা হয় দিবানিশি বসিয়ে হেথায়
শুনি এই ইন্দ্রোপম ভূপতির বাণী।"

"কি ভাবিছ বীরবল ?" কহিলা ভূপাল-
"ব্যথা কি পাইলে প্রাণে মম বাক্য-বাণে ?
আমার ঐ বাক্য-লক্ষ্য নহ কভু তুমি,
তোমার স্বভাব আমি নহি অবিদিত।"
উত্তরিলা বীরবল বিনম্র বচনে :—
"জানি আমি মহীপাল, তব বাক্য-লক্ষ্য
কভু নহে এ অধম। কিন্তু নৃপ, ঘোর
সমস্যায় পড়ি' আজ রহিনু নীরবে।
প্রশংসা উদ্দেশ্য মনে না র'লেও, শুধু
আলোচিলে কার্য্যাবলী তোমার নরেশ,
হয় তাহা স্তুতিবাক্য। কুসুম-সুগন্ধ,
কোকিলের কণ্ঠরব, অলির ঝঙ্কার,
হিমাংশুর হিম অংশু, যুবতী-যৌবন,
শিশুর মধুর হাসি, উষার আলোক,
মলয়-মারুত আর বসন্তের বন,—
সরল ভাবেতে কেহ করিলে বর্ণন,
অন্যায় প্রশংসা বলি' যদি তাহা কভু
গণ্য নাহি হয়, তবে কেন হ'বে মোর ?
সলিল—শীতল, জ্যোৎস্না—মধুর বসন্তে,
কোমল—কামিনী দেহ, স্নিগ্ধ—নির্ঝরিণী,

সুধাময়—তরণীর নবীন উরস্,
মধূময়—প্রেয়সীর প্রথমালিঙ্গন,—
স্বভাব-বর্ণনা বলি' গণ্য এ সকল,
তবে কেন মোর দোষ হ'বে নরনাথ ?"
হাসিয়া দিল্লীশ তবে কহিলা আবার :—
"এ নিদাঘ-অপরাহ্ণে, কবিত্ব ফোয়ারা
তব অতি মধুময় ! শোন বীরবল,
ভালবাসা অন্ধ বলি' বলে সুধীজন,
তাই ভালবাসা চক্ষে, নাহি দেখ তুমি
দোষরাজি মোর—ইহা মানব-স্বভাব।
যা'ক সেই কথা।" চাহি' দিল্লীনাথ তবে
রাজ-সেনাপতি পানে, লাগিলা কহিতে :—
"আসফখাঁ, রাজদ্রোহী সেরফ্উদ্দিন,
আর আবদুল মালী কোথায় এখন ?"
উত্তরিলা সেনাপতি তবে :—"জাহাঁপনা,
দুর্বৃত্ত বিদ্রোহিদ্বয় রাজ-আক্রমণে
লয়েছে আশ্রয় নাকি কাবুল দেশেতে,
ছেড়েছে ভারতভূমি মোগল-প্রতাপে।"

আবার রাজেন্দ্র এবে লাগিলা কহিতে :—
"আবার অশান্তি শুনি মালব প্রদেশে,
প্রতিনিধি আবতুল্লা—মম ভাগ্যফলে,
হইতেছে রাজদ্রোহী। কহ রে আসফ,
কেমন অদৃষ্ট মোর! যাহারে যখন,
বিশ্বাসি' আপন কার্য্যে করিব নিয়োগ,
সেই হবে রাজদ্রোহী? দেখ একে একে—
প্রথমে বৈরাম খান "খানখানা" মোর,
যাঁহার কৃপায় আজ এই সিংহাসন,
সন্তান-সদৃশ যিনি করিলা পালন,—
কর্ম্ম-দোষে তাঁ'রো হ'ল কুমতি পশ্চাৎ,
দাঁড়ালেন বিপক্ষেতে। জমানখাঁ পুনঃ—
বীরত্বে যাহার হ'ল পরাজিত মোর
ঘোর শত্রু সেরসাহ আদিল-তনয়,
বিপক্ষ হইলা শেষে। দেখহ আবার
মালব-শাসন-কার্য্যে নিয়োজিনু আমি
বিশ্বাসী আদমে, বড় সাধ করি' মনে;
হইল সে রাজদ্রোহী। নিজেই যাইনু,
করিতে দমন তা'রে, হ'য়ে পরাজিত

লভিল সে ক্ষমা-ভিক্ষা। কিন্তু পাপী পুনঃ
বধিল উজিরে মোর নিষ্ঠুরের মত,
যমুনা হইল তা'র অন্তিম শয়ন।
পীর মহম্মদ মোর আপন শিক্ষক,—
বড় সাধ করি' তা'রে পাঠানু মালবে,
পদচ্যুত সে-ও আজি নিজ কর্ম্মদোষে।
এ কি ভাগ্য মোর কহ, কহ রে আসফ!"
"নহে তব ভাগ্য-দোষ," কহিলা আসফ—
"নিজ নিজ কর্ম্মফল ভূঞ্জিছে সকলে।
পতঙ্গের মত তব কর্ম্মচারিগণ,
ক্ষণিক লোভেতে দিয়ে অনলেতে ঝাঁপ,
করিছে সকলে নিজ প্রায়শ্চিত্ত এবে।
শোন জাহাঁপনা, তব জীবন-গগনে
সমুদিত হের এবে সৌভাগ্য-তপন,
তাই একে একে সবে হইতেছে তব
সিংহাসনে নত। ক্রমে সমস্ত ভারত,
হবে তব পদানত, একচ্ছত্রী রাজা
তুমি হ'বে এ ভারতে। নাহি র'বে দেশে
আর রাজ্য কাফেরের, স্বাধীন ভূপতি

কেহ নাহি র'বে আর এ ভারতভূমে,
দিল্লীর বশ্যতা সবে লইবে মানিয়া।"
"ছি-ছি সেনাপতি, ছি-ছি" কহিলা দিল্লীশ ঃ
"না ভাষিও হেন কভু ; আকবর-পাশে
ভেদনীতি—রাজনীতি না হ'বে কখন।
"কাফের" "যবন" শব্দ মোর রাজ্য মাঝে
নাহি পা'বে স্থান। শোন সেনাপতি, পুনঃ—
কে কাফের, কে যবন এ সংসার মাঝে ?
নীচপ্রাণ হিংস্থকের সৃষ্ট এ সকল।
আমার আদেশে দেশে অভিধানে আর,
"কাফের" "যবন" শব্দ নাহি পাবে স্থান।
ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রবে' ধর্ম্ম-কার্য্যে,
কিন্তু রাজকার্য্যে মোর সকলি সমান ;
সাম্যনীতি, সাম্যনীতি—রাজনীতি মোর।
আরো দেখ ভাবি' মনে কাফের বলিয়া
ঘৃণিছ যা'দেরে তুমি, তা'রাই জগতে
এনেছে সভ্যতা-ভাতি, জ্ঞানের আলোক ;
ঘোর অন্ধকারে যবে ছিল এ জগত,
অসভ্য, বর্ব্বর ছিল মানব-নিকর,
একমাত্র হিন্দু, সভ্য ছিল সেই কালে।

আলোকিত গ্রহরাজি যথা সূর্য্যালোকে,
তথা সব জাতি ওই হিন্দু-জাতি হ'তে;
পাইয়াছে জ্ঞানালোক, শিক্ষা, দীক্ষা সব।
যা'ক সেই কথা এবে, হিন্দু মুসল্মান
সবে বাঁধি' ভ্রাতৃ-ডোরে, জাতি নির্ব্বিশেষে
শাসিব এ রাজ্য যবে, তখনি আমার
হইবে উদ্দেশ্য পূর্ণ, জীবন সার্থক ;
ইহাই তো রাজধর্ম্ম, নহে ইহা কোন
গৌরবের কথা। রাজ্য-জয়—নহে মোর
অসীম বাসনা-তৃপ্তি। এই ইচ্ছা মনে,
সহায় থাকিলে বিভু-ভারতের যত
আছে রাজ্য দেশ, আর আছে যত জাতি,
করিয়ে একত্র সবে, সাম্য-রাজদণ্ডে,
শাসিব সমস্ত দেশ, শোন সেনাপতি !
রাজনীতি মোর এই বুঝহ আপনি,
আর বুঝাইবে সবে, বাসনা আমার।"
"বুঝিলাম নরেশ্বর," উত্তরিলা বীর :—
"আদর্শ সাম্রাজ্য এক করিতে স্থাপন,
পাঠাইলা বিধি তোমা এ ভারতভূমে।

ধন্য তুমি মহীপাল, আজি এ ভারতে,
ধন্য তব শিক্ষাগুরু আব্দুললতিফ!
অসংযত বাক্য হেতু ক্ষমিও দাসেরে,
অন্যায় উদ্দেশ্যে কিছু ভাষি নাই আমি।
কর আশীর্ব্বাদ যেন তব ইচ্ছামত,
পারি সাধিবারে নিজ কর্ত্তব্য সতত।
কর্ত্তব্য-বিমুখ যেন না হয় আসফ।"
উত্তরিলা আকবর :—"শোন হে আসফ,
সেনাপতিগণ মাঝে তুমি এবে মোর,
পরম বিশ্বাসী, আর কর্ত্তব্য-তৎপর,
প্রাণের সহিত তোমা ভালবাসি আমি,
রাজভক্তি তব আছে কলঙ্ক-বিহীন।
কিন্তু আর কা'রে নাহি বাখানিব আমি,
কত জনে হেন ভাবে ক'রেছি বাখান,
তা'রা কিন্তু শেষে শেল হেনে'ছে হৃদয়ে।
করি এ প্রার্থনা শোন সুধী সেনাপতি,
সুমতি তোমার হৃদে থাকে যেন সদা।"
নর্ম্মদা প্রদেশে তোমা ক'রেছি নিয়োগ,
সুনিয়মে সুসম্পন্ন কর সব কাজ।

পান্নাদেশ অধিকারে এবে ব্যস্ত তুমি,
আশা করি কৃতকার্য্য হ'বে অচিরাৎ।"
কহিলা আসফ পুনঃ—"শোন জাঁহাপনা,
পান্নাদেশ অচিরেই হ'বে পদানত,
আশা করি অবিলম্বে বিজয়-বারতা,
পাঠাবে এ দাস তব, সম্রাট্-সদনে।"
উত্তরিলা দিল্লীনাথ,—শোন সেনাপতি,
দেশ-জয়ে ন্যায় পথ ভ্রষ্ট না হইও,
গুণিজন গুণ সদা করিও গ্রহণ
মোগল-সুযশে যেন না পড়ে কালিমা।"
সন্ধ্যাকাল সমাগত দেখি' বীরবল,
লইলা বিদায় তবে রাজেন্দ্র-সদনে,
উঠিলা আসফ, উভে করিলা "কুর্ণিশ";
বাহিরিলা দোঁহে নিয়ে বহু চিন্তা প্রাণে।
দিল্লীশ্বর তবে এবে ধীর পদক্ষেপে,
ত্যজিয়া সে স্থান গেলা প্রাসাদ মাঝারে।

দ্বিতীয় সর্গ।

নর্ম্মদা-শীকর-সিক্ত স্নিগ্ধ সমীরণ,
শিশির আসারে স্নাত হইয়ে প্রভাতে,
শীতলিছে নর-নারী গড় মণ্ডলের
পূর্ব্ব রাজধানী গড় নগরে এখন।
নর্ম্মদা-দক্ষিণ-তীরে সৌধ সারি সারি
হাসিছে আনন্দে যেন প্রভাত-কিরণে।
দুলিছে পতাকা-রাজি কাতারে কাতারে,
নব পত্র-পুষ্প শোভে তোরণে তোরণে,
সপত্র মঙ্গল-ঘট রাজে স্থানে স্থানে,
মঙ্গল-আরতি হয় দেবালয়ে যত।
আনন্দের কোলাহল হইছে নগরে,
"রাণীমার জয়" ধ্বনি উঠে ঘন ঘন।
ভারতের পুণ্যভূমি এ গড় মণ্ডল,
পুণ্যস্মৃতি পূর্ব্ব কত জাগায় হৃদয়ে।

এখানেই পুণ্যবতী দময়ন্তী সতী
স্তম্ভিত করিলা ধরা সতী-ধর্ম্ম-তেজে ;
এখানেই স্বয়ম্বরে বিদর্ভ-নন্দিনী,
নলরাজে বরমালা করিল প্রদান।
আর এখানেই আ'জ ভারত-গৌরব,
পুণ্যবতী দুর্গাবতী মহবা-নন্দিনী,
দোর্দ্দণ্ড মোগল-তেজঃ ঢাকিয়া হেলায়,
শাসিছেন নিজ রাজ্য অতুল বিক্রমে ;
খরতর স্রোতঃ বেগ রাখিয়া পশ্চাতে
গিরি যথা নদী-গতি দেয় ফিরাইয়া।
ধন ধান্যে পূর্ণ দেশ, সুস্থ প্রজাগণ,
সমৃদ্ধি বিরাজে সব নগরে নগরে ;
লক্ষ্মী-বেশে দুর্গাবতী যেন মর্ত্ত্যধামে,
অধিষ্ঠিতা আজি এই গড় সিংহাসনে।
নর্ম্মদা পুলিনে পুণ্য-রাজপুরী মাঝে,
প্রাসাদের বাতায়নে, সুবর্ণ আসনে,
উপবিষ্টা দুর্গাবতী দলপৎ-প্রিয়া,
স্বর্ণ-লঙ্কাধামে যেন স্বর্ণ-সিংহাসনে
অধিষ্ঠিতা গৌরী, রক্ষোরাজলক্ষ্মী বেশে।

রূপের ছটায় যেন হ'য়েছে মলিন,
প্রভাত-কিরণরাজি সেই কক্ষ মাঝে।
সে রূপের ছটা নহে মন-উন্মাদিনী,
যাহার প্রভাবে ভাঙ্গে যোগিজন-যোগ।
তরুণী-তড়িৎ-প্রভা নাহি সেই রূপে,
ভক্তিময়ী মাতৃমূর্ত্তি রাণী-দেহখানি।
শুভ্র পট্টবস্ত্র পরি' বসেছেন রাণী,
তুষার মণ্ডিত যথা চন্দ্রকান্তমণি।
পার্শ্বে উপবিষ্টা লীলা-প্রিয় সহচরী,
ভূতেশ-ভামিনী-পার্শ্বে বিজয়া যেমতি!
ধাইছে নর্ম্মদা ধীরে রাণী-পদ-তলে,
পদ্মা-পদ-তলে যথা ক্ষীরোদ পাথার।
রাজ্ঞীর প্রতাপে ডরি' প্রাতঃসমীরণ;
শীতলিছে কক্ষখানি অতি ধীরে ধীরে।
আরম্ভিলা লীলা তবে :—"ওই শোন রাণি,
উঠিয়াছে কোলাহল নগর ভরিয়া।
'পরাজিত রাজা বজ মালব-ঈশ্বর
প্রতাপে তোমার, তাই প্রজাগণ তব
মেতেছে উৎসবে আ'জ এ গড় নগরে।

দাসী আমি—কিন্তু তুমি ভগিনী অধিক
করিতেছ স্নেহ মোরে জনম ভরিয়া,
কি এক বাঁধনে রাণি, বেঁধেছ আমারে,
না পারি বুঝিতে কিছু। মুহূর্ত্তেক তরে
তুমি যদি যাও দূরে আকুলি ব্যাকুলি
করে প্রাণ, শান্তি নাহি পাই কোন স্থানে।
কিন্তু কে জানিত আগে সুন্দরী দামিনী,
অন্তরে সংহার-বল করয়ে ধারণ,
বারিধি হৃদয়ে ধরে বাড়ব-অনল,
মণিচূড়-ফণী ধরে কালকূট হৃদে!
রমণী-হৃদয়ে তব পুরুষত্ব হে'রে,
বিস্ময় মেনেছে মন, এবে মরি ডরে।
তব ভালবাসা-স্নিগ্ধ ছিল মোর প্রাণ
এতকাল, কিন্তু গত যুদ্ধ নেহারিয়া,
দুর্ভাবনা-শুষ্ক প্রাণ হ'য়েছে আমার।
প্রাণের উৎসাহ যেন গিয়াছে উড়িয়া,
'হারাই' 'হারাই' প্রাণে করে যেন সদা।
কহ রাণী দুর্গাবতী, কাঁদাইতে শেষে
এত ভাল এ দাসীরে বেসেছিলে কিগো?

তাই কি বাড়াও মান 'ভগ্নী' বলি' মোরে ?"
উত্তরিলা দুর্গাবতী ঃ—"হাসি পে'ল লীলা,
শুনি' তব কথা আ'জ। জীবন ভরিয়া
সিংহের আলয়ে থাকি,' শৃগাল-স্বভাব
কেমনে হইল তব ? নিজ জাতি-ধর্ম্ম
ভুলিতে কি পারে জীব ? থা'ক দূরে নর,
পশু, পক্ষী কিলো ভবে ভোলে ধর্ম্ম নিজ ?
এ জগতে নিজ ধর্ম্ম ভোলে যেই জন,
চির অধোগতি তা'র জানিও নিশ্চয়।
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম লীলা, জাননা কি কভু ?
ক্ষত্রিয় পুরুষ সব হইবেক বীর,
আর নারী যত সবে হবে ভীরু লীলা,
ইহাই কি শিক্ষা তব ? হাসাইলে বোন্!
অপর নারীর পাশে শোভা পায় ইহা,
কিন্তু উহা নাহি সাজে কভু, দুর্গাবতী-
সহচরী-মুখে। জনা, সুভদ্রার কথা
জান নাকি লীলা ? জাননা কি অগণন
নারীর কাহিনী বোন্, পুণ্য রাজস্থানে ?

ক্ষত্রিয়-নন্দিনী মোরা ক্ষত্রিয়-ঘরণী,
ক্ষত্রিয়-শোণিতে পূর্ণ ধমনী মোদের,
নহি মোরা পুরুষের ক্রীড়ার পুতুল,
বিলাস-সামগ্রী কভু নহি তাহাদের।
অনিল-হিল্লোলে দোলে যেমতি অনল,
ডমরুর রবে যথা নাচয়ে ফণিনী,
ক্ষত্রিয়-রমণী-প্রাণ রণ-বাদ্যে তথা
নাচয়ে উল্লাসে। বীর-প্রসবিনী মোরা
এভারত-ভূমে, খ্যাত ভবে মোরা সদা
বীরাঙ্গনা বলি'; তবে কেন হেন ভাষ?"
আবার কহিলা লীলা :—"জানি আমি সব,
বীর-রঙ্গভূমি মাঝে করিয়াছি কেলি,
শৈশব হইতে। জানে লীলা বীর ধর্ম্ম।
কিন্তু রাণি, হেরি' তব অসীম সাহস,
বিষম সমর-তৃষ্ণা মালবেশ-রঁণে,
বড়ই আতঙ্ক প্রাণে জেগেছে আমার।
নহে উহা কখনও ভীরুতা-লক্ষণ,
ভালবাসা মাত্র এই ভয়ের কারণ।"

"লীলা, লীলা," দুর্গাবতী আরম্ভিলা পুনঃ-
"স্নেহময়ি, প্রেমময়ি ভগিনি আমার,
প্রেমের বাঁধনে মোরে বেঁধছ কঠিন ;
অমিয়-মধুর বাণী শুনিলে তোমার,
আত্মহারা হ'য়ে যাই ভাসি প্রেমার্ণবে।
দুর্ভাবনা-নিত্য ভালবাসার সঙ্গিনী,
তাই তুমি ভাব হেন মোর তরে সদা ;
বৃথা চিন্তা করি' কেন ক্লিষ্ট হও মনে ?
যবে ভালবাস মোরে প্রাণের সহিত,
কর আশীর্ব্বাদ বোন্, পরাণ খুলিয়া—
বীরাঙ্গনা সম পশি' সমর-অঙ্গনে,
ক্ষত্রিয়াণী ধর্ম্ম যেন পারি রাখিবারে।
রণভূমি হয় যেন অন্তিম-শয়ন—
এই তো জীবন-সাধ ক্ষত্রিয়-নারীর।"
হেনকালে মন্ত্রিবর অধর সুজন,
বন্দিয়া রাণীরে তবে লাগিলা কহিতে :—
"রাণী মা, নগরে আজি ধনী, দুঃখী, দীন,
উৎসবে মেতেছে সবে ভুলি' সব কাজ।
'পরাজিত মালবেশ রাণীর প্রতাপে

শত কণ্ঠে গাহ সবে রাণীমার জয়'—
নগরের সব স্থানে হই'ছে একথা,
শত কণ্ঠে উঠে রোল "রাণীজিকি জয়"।
নগরের দৃশ্য আজ হেরিয়া প্রভাতে,
সার্থক হ'য়েছে মোর নয়নযুগল,
সার্থক হ'য়েছে মোর শ্রবণবিবর!
হেন দৃশ্য বহুকাল হেরি নাই দেশে"—
বাধা দিয়া মন্ত্রিবরে আরম্ভিলা রাণী :—
"সুমন্ত্রী অধর, শত্রুপক্ষে যে সকল
সৈনিক-নিকর, যুদ্ধে হ'য়েছে আহত,
কোথায় কি ভাবে তা'রা র'য়েছে এখন?"
কহিলা অধর :— "রাণি, তোমার আদেশে,
আছে তা'রা রাজকীয় চিকিৎসা-আলয়ে,
রাজ-বৈদ্যগণ সদা দিতেছে ঔষধ,
বহু কর্ম্মচারী সেথা আছে নিয়োজিত
তা'দের সেবায়। এই আমি সেথা হ'তে
আইনু হেথায়। তব ব্যবস্থায় তা'রা
সুস্থ দেহ প্রায়; ত্বরা হইবে নীরোগী।
মাতৃ-আজ্ঞা সমস্তই পালিয়াছে দাস।

ফি'রেছে সিংহলগড় হ'তে বার্ত্তাবহ,
কুমার নির্ব্বিঘ্নে তথা গিয়েছেন মাতঃ !"

আবার কহিলা রাণী :—"যাও মন্ত্রী, তবে
কর সব আয়োজন, কার্য্যের শৃঙ্খলা,
অদ্যই সিংহলগড়ে করিব গমন।
আহত সৈনিকগণে দেখি' একবার,
প্রজাগণ-আবেদন শুনিব পশ্চাতে।
অন্নছত্র, পান্থশালা, দরিদ্র-আশ্রম,
একবার সে সকল দেখিব স্বয়ং,
আর তুমি বন্দিগণে দেখো একবার।"

"শিরোধার্য্য আজ্ঞা তব" ভাষিলা অধর :-
"কিন্তু রাণি, রণ-ক্লান্ত কলেবর তব,
অনুচর, পার্শ্বচর, কর্ম্মচারিগণ,
সকলেই শ্রান্ত এবে মালব সমরে।
রহি' কিছুকাল হেথা কর শ্রান্তি দূর,
পশ্চাৎ সিংহলগড়ে করিও গমন।"

উতরিলা রাণী :—"দুর্গাবতী-ভালে
শান্তিসুখ এ জনমে লিখে নাই বিধি।

পিতৃ সহ করি' রণ পতি কালিঞ্জরে,
আনিলেন এদাসীরে এই পুরী মাঝে।
সমর-বাহিনী নিয়ে প্রথমাগমন,
সমর-বাহিনী নিয়ে যাপিব জীবন,
সমর-বাহিনী নিয়ে ত্যজিব জীবন,
এ-পোড়া কপালে কিহে আছে শান্তি-ভোগ ?"
ব্যস্ত ভাবে তবে মন্ত্রী কহিলা রাণীরে : —
"কিছুই বুঝিতে নারি, একি কথা দেবি ?
কিসের অশান্তি রাণি, কহ তা' দাসেরে।
পরাজিত বঙ্গ এবে, আর কেবা আছে
তবে পুনঃ রণক্ষেত্রে, দাঁড়া'তে বিপক্ষে ?
উদ্বিগ্ন হইল মনঃ শুনি' বাণী তব।"
আরম্ভিলা রাণী :—"মন্ত্রী, ভারতের দশা
কভু কর কি চিন্তন ? ভবিষ্যৎ কথা,
দেশের অবস্থা কভু জাগে কি হৃদয়ে ?
খরতর স্রোতঃ যবে পর্ব্বত হইতে,
বাহিরায় ভীম বেগে, ভাঙ্গি' দেশ, গ্রাম,
সব করে একাকার ; তথা এ-ভারতে,
দোর্দ্দণ্ড মোগল-বেগে দেশ রাজ্য যত,
হবে একাকার মিশি, মোগল সাম্রাজ্যে।

জানিও নিশ্চয় মন্ত্রী, আজ কিংবা কাল,
এ-গড়মণ্ডল রাজ্যে আসিবে মোগল।
অধর, সুবিজ্ঞ তুমি—একবার খুলি'
জ্ঞান-আঁখি, ভারতের ভবিষ্যৎ কর
দরশন, উক্তি মোর করহ বিচার,
সত্যাসত্য তত্ত্ব সব কর নির্ব্বাচিত।"
"ধন্যা রাণী তুমি মাতঃ" কহিলা অধর :
এত যদি না হইবে তবে কি মা, তুমি
রাণী-কুলাদর্শ বলি বিখ্যাত ভারতে?
জননী-সদৃশ তোমা দেখে প্রজাগণ?
অদ্যই সিংহল গড়ে করিবে গমন,—
বুঝিলাম এতক্ষণে কারণ তাহার।
মালব যুদ্ধেতে ব্যস্ত ছিলে এতদিন,
তাই সেই যুদ্ধ-শেষে এবে, করিবেক
ব্যবস্থা রাজ্যের। কিন্তু শোন ওগো রাণি,
যদিও ধারণা তব বটে সমুচিত,
মোগলের আক্রমণ যদিও নিশ্চিত,
সহজ সু-সাধ্য উহা নহে কদাচন,
এ-গড়মণ্ডলে তব। এ রাজ্যেতে কভু—

তুমি মাতঃ, শাসয়িত্রী, আর প্রজাগণ—
নিয়ত শাসিত,—এই রাজা প্রজাভাব
নাহি একেবারে। হেথা ভাবে প্রজাগণ—
তুমি যেন তাহাদের আপন জননী,
তুমিও তাদেরে ভাব আপন সন্তান।
দুঃখেতে পড়িয়া হেথা যবে প্রজাগণ,
'মা' 'মা' বলি' ডাকি' তোমা হয় উপনীত,
তখনি তুমি মা কর সান্ত্বনা প্রদান,
জননী স্নেহেতে মুছ নয়নের নীর,
প্রাণ-পণে তাহাদের দুঃখকর দূর।
এমন মায়ের যা'রা পুত্র এ সংসারে,
তারা কি নিশ্চেষ্ট থাকে মায়ের ডাকেতে?
রাজা প্রজা মাঝে যথা, রাজ্যে হেন ভাব—
বহিরাক্রমণ হ'তে সে দেশ রক্ষার
ভাবনা কি থাকে মাতঃ কহ তা' সন্তানে?"
হাসি' উত্তরিলা রাণী:—"সত্য যা' কহিলে
মন্ত্রী, কিন্তু তাই ব'লে, নিশ্চেষ্ট হইয়ে
বসি' থাকিব কি শুধু? জানি প্রজাগণ,
করিবেক প্রাণ-পণ স্বদেশের তরে,
তা' ব'লে কি করণীয় নাহি আমাদের?

তাই এথাকার কার্য্য সাধিয়া সত্বর
করিব গমন সবে সিংহল গড়েতে।
যেবা যুক্তি উপযুক্ত করিয়া চিন্তন,
মোগলের ভবিষ্যৎ আক্রমণ হ'তে
দেশ-রক্ষা কাজে সবে হ'ব এবে ব্রতী।
ভবিষ্যৎ চিন্তা করি' সুধীজন ভবে
আগেই করেন সব কর্ত্তব্য সুস্থির।"
"উপযুক্ত যুক্তি তব" বলিলা অধর :—
"তোমার আদেশ দেবি, শিরোধার্য্য এবে।
চলিলাম মাতঃ, তবে কর্ত্তব্যে আপন,
নমি তবে পদাম্বুজে কীর্ত্তিসুত-সুতে!"
এতেক কহিয়া মন্ত্রী বাহিরিলা তবে,
রাণীও উঠিয়া এবে গেলা কক্ষান্তরে
নিজ কার্য্য তরে ; লীলা চলিলা পশ্চাতে,
নানা দুর্ভাবনা মনে ভাবিতে ভাবিতে।

তৃতীয় সর্গ।

—— ০%—*—%০ ——

দিল্লীর কেল্লাতে এক রম্য হর্ম্ম্য মাঝে
উপবিষ্ট আসফখাঁ বিচিত্র আসনে।
সুবর্ণ-মণ্ডিত চারু আলবোলা হ'তে,
সুবাসিত তাম্রকূট সেবিছেন বীর।
পান্নাদেশ পরাজিত হ'য়েছে এখন,
অশেষ সম্মান লাভ ক'রেছে আসফ,
দিল্লীশের দরবারে। তাই সেনাপতি,
বসিয়া বিরলে এবে কল্পনার বলে
দেখিছেন কতশত সুখের স্বপন।
আশাই জগতমাঝে মানব-হৃদয়ে
একমাত্র শান্তিময়ী। উহারি কুহকে
মাত্র জগতের জীব চলিছে নিয়ত।
উহারি মায়ায় মুগ্ধ হইয়ে মানব
সংসারের সং কত সাজিছে সতত।

সম্রাট্ হইবে ক্রমে ত্রিলোকের পতি,
রাজা হ'বে বাহু-বলে পৃথিবী-সম্রাট্,
ধনী হ'বে রাজা, দীন হইবেক ধনী,
এসব সকলি শুধু আশার ছলনা।
ভাবিছে আসফখান্ আপনার মনে :—
পান্নাদেশ জিনিয়াছি নিজ ভুজবলে,
পেয়েছি বিপুল মান বাদশাহ-পাশে।
মধ্য-ভারতের গড়মণ্ডল প্রদেশ
লক্ষ্য এবে মোর। গড়মণ্ডল এখন,
ধন, মান, বাণিজ্যেতে বিখ্যাত ভারতে,
এ দেশ বিজিত হ'লে ভারতে আমার
হইবে অতুল যশঃ, সম্রাট্-সদনে
লভিব বিপুল খ্যাতি, পরম গৌরব।"
নীরবিলা সেনাপতি আপনার মনে,
নত-শিরে গুপ্তচর দাঁড়া'ল সম্মুখে।
শশব্যস্তে সেনাপতি কহিলা তাহারে :—
"মবারক, কতক্ষণ ফি'রেছ হেথায়,
এসেছ তো সাধি' কাজ, পেলে'ছ আদেশ?"

উত্তরিলা মবাবরক অবনমি শির :—
"আদেশ তোমার, যথাসাধ্য দাস তব
ক'রেছে পালন। বহু বিপদ উত্তরি'
এইমাত্র আসিয়াছি নগর মাঝারে।"
"মবারক, ধন্যবাদ করহ গ্রহণ"
কহিলা আসফ :—"বড় সুখী হ'নু আজ,
বিবরিয়া একে একে কহ বার্ত্তা সব,
কর বিদূরিত ত্বরা উৎকণ্ঠা আমার।"
আরম্ভিলা গুপ্তচর :—"শোন সেনাপতি,
যথাসাধ্য বিবরণ কহি ব্যক্ত ক'রে—
স্বাধীনতা-রঙ্গভূমি সে গড়মণ্ডল,
ধন ধান্যে পূর্ণ দেশ প্রজাগণ সদা
সুখ, স্বচ্ছন্দতা, শান্তি করে উপভোগ।
দস্যু, চোর, প্রবঞ্চক নাহিক তথায়,
নিরাতঙ্কে করে সবে ব্যবসা আপন।
বাণিজ্য, শিল্পের গতি বহে অবিরাম,
লক্ষ্মীর ভাণ্ডার যেন সেই দেশখানি।
আরো শোন সেনাপতি, দেশের যে রাণী—
'মা' বলিয়া পূজে তাঁরে নিত্য প্রজাগণ;

"মায়ের রাজত্ব" আর "মায়ের এ দেশ,"
"মায়ের সন্তান মোরা"—ইহা সবে ভাষে।
কি বলিব বীরবর, শিশু যথা সদা
মাতৃগত প্রাণ, তথা সে দেশের প্রজা—
ভাগ্যবতী দুর্গাবতী রাণীর কারণে।"
শুনিয়া দূতের কথা হ'ল চিন্তাকুল
মোগলের সেনাপতি, চাপি' মনোভাব,
কহিলা আসফ চাহি' দূতপানে তবে ঃ—
"মবারক, দেখেছ কি রাণী সে দেশের ?"
"দেখিয়াছি প্রভো," পুনঃ উতরিলা দূত
"প্রাহ্নে, অপরাহ্নে নিত্য সিংহল গড়েতে,
দরবার করি' রাণী শোনেন প্রজার
আবেদন নিবেদন। রাশি রাশি অর্থ—
দান, লভে দীন দুঃখী রাজকোষ হ'তে;
শতকণ্ঠে উঠে রব—"রাণীজির জয়"।
রাণীর বর্ণন আর কি কহিবে দাস ?
কবিত্ব মানয়ে হা'র সেরূপ বর্ণনে।
বাসন্তী-জোছনা-স্নাত বনদেবী কভু
দেখেছ কি সেনাপতি, চিত্রপট মাঝে ?

দেখেছ কি কভু তুমি শারদ-চন্দ্রমা
অনন্ত সাগর-পারে ? পার কি গড়িতে
স্থির সৌদামিনী কভু কল্পনা-মন্দিরে ?
যদি পার তাহা, তবে পা'বে কল্পনায়
সেরূপ আভাস কিছু। আরো কহি শোন—
বিজলী চমক নাই সে রূপসী-দেহে,
জুআরের ঢলঢলা নাহি অঙ্গে তাঁর।
প্রশান্ত সাগর সম নিথর নিশ্চল,
গাম্ভীর্য্যের মূর্ত্তি যেন রাণী এ মহীতে।
সে মূর্ত্তিতে বিরাজিত নিত্য দয়া-মায়া,
দেখিলেই জাগে ভক্তি হৃদয়-মাঝারে,
সাধ হয় 'মা'-'মা' বলি' ডাকিতে তাঁহারে।"
ভ্রুকুটি করিয়া তবে কহিলা আসফ :—
"বিধর্ম্মীর দেশে গিয়ে শিখিয়াছ সব
বিধর্ম্মীর আচরণ, বিধর্ম্মীর ভাব।
যোগ-শিক্ষা ক'রেছ কি হিন্দুর দেশেতে ?
বিধর্ম্মী-রূপসী হেন হেরিয়া নয়নে
জাগিল হৃদয়ে তব এ অপূর্ব্ব ভাব!

সেনা-বিভাগের তুমি নহ যোগ্য আর,
উপযুক্ত পদ তব—"খোজার সর্দ্দার।"
মবারক, তিষ্ঠ ক্ষণ, পাইবে পূজিতে
মোগলের অবরোধে তব রাণী-মাকে।"

বিস্ময় মানিয়া দূত ভাবিলা মনেতে ;-
"আকবর-রাজ্যে হেন পশুর নিবাস ?
'বিষকুম্ভ পয়োমুখ সেনাপতি হেন ?
কেমনে এমন পাপী ভুলা'ল সম্রাটে,
কেমনে লভিল এই সেনাপতি-পদ ?—
ভাবি' ইহা মনে হই বিস্ময়ে মগন !"
"কেন নীরবিলে দূত ?" ভাষিলা আসফ :-
"করিনু রহস্য শুধু, নহে কিছু আন।
মবারক, কহ তবে সব বিবরণ,
উৎকণ্ঠা আমার কর বিদূরিত ত্বরা।"

আরম্ভিলা মবারক :—"সেনাপতি, তব
আদেশ পালিতে, সব বিবরণ ধীরে
কহিতেছি বিবরিয়া ; কেন হেন ভাষ ?
ভাল মন্দ যাহা কিছু দেখেছি সেথায়
তা'রি বিবরণ দাস দিতেছে তোমারে।

কহি পুনঃ, মন দিয়া শোন সেনাপতি—
সিংহলগড়ের পথ বড়ই দুর্গম,
কিন্তু তব আশীর্ব্বাদে জানিয়াছে দাস,
প্রবেশ-নির্গম পথ অতি গুপ্তভাবে।
শোন পুনঃ, সে দেশের অধিবাসী যত,
সবে যুদ্ধ-বিশারদ! সৈনিক বিভাগে
যদিও সেনার সংখ্যা নহে ততোধিক,
কিন্তু দেশ-রক্ষা কালে, দেশবাসী সবে
হ'বে যুদ্ধকার্য্যে ব্রতী—ইহাই নিয়ম।
এই সৈন্যগণ অতি দুর্দ্ধর্ষ সমরে,
স্বদেশ-প্রেমেতে এরা হ'য়ে মাতোয়ারা
প্রাণের মমতা যায় ভু'লে একেবারে,
রাজপুত দেশে হেন যোদ্ধার কাহিনী,
নহে তো নূতন এই ভারত ভিতরে,
এদের বীরত্ব তুমি নহ অবিদিত।
তবে এক অন্তরায় শোন এদেশের—
ভারতের ভিন্ন ভিন্ন হিন্দুগণ সদা,
পতিত বলিয়া ঘৃণে এই হিন্দুগণে।
নয় কি সুযোগ ইহা বিপক্ষের পাশে?

আরো কহি—সে দেশের রমণী-নিকর,
কেবল কটাক্ষে নাহি জিনে সকলেরে,
বাহুবল তাহাদের নহে অপ্রচুর,
বীরাঙ্গনা বলি' তারা লভিয়াছে খ্যাতি।
আমাদের 'পর চির-বিদ্বেষ তা'দের,
'যবন' বলিয়া ঘৃণা করে সর্ব্বক্ষণ।"
মোগলের সেনাপতি উতরিলা তবে ঃ
"বুঝিলাম সব দূত, যাও তবে এবে,
করগে বিশ্রাম ; যাহা যুক্তি উপযুক্ত
করিয়া সুস্থির, হ'ব কার্য্যে অগ্রসর।
মবারক, বড় সুখী করিলে আমায়,
বাখানি তোমার এই কর্ত্তব্যপনায়।"
বন্দিয়া আসফে তবে যথাযোগ্য ভাবে
বাহিরিলা গুপ্তচর সেই স্থান হ'তে।
সেনাপতি তবে এবে আপন মনেতে
লাগিলা ভাবিতে ঃ—"বিষম সমস্যা !
সহজে না হ'বে গড় মণ্ডল বিজয়।
বুঝাইয়ে বাদসাহে বিবিধ কৌশলে,
নিতে হ'বে অনুমতি সে দেশাক্রমণে,
তা'রপর যাহা হয় করিব আপনি।

ন্যায় পথে কভু গড়মণ্ডলাধিকার
নাহি হবে। ছল, বল, কৌশল, চাতুরী—
এ-সবেই কার্য্যোদ্ধার হইবে করিতে।
না-না ব্যর্থ হ'বে সব, মবারক যাহা
কহিল এখন, তা'তে সে দেশ বিজয়
না হ'বে হেলায়—ইহা যেন লয় মনে।
ছলনা, চাতুরী ব্যর্থ হয় বা শেষেতে,
তবে কি হারা'ব শেষ ধন, মা'ন যশঃ ?
ধন, রত্নে পরিপূর্ণ সে গড়মণ্ডল,
তা'র মাঝে শ্রেষ্ঠ রত্ন রাণী দুর্গাবতী।
সে রূপসী-রূপকথা বহুদিন হ'তে
প্রচারিত দেশ মাঝে। শুনেছি তাহার
রূপের সাগরে কত শত নরপতি
দিয়েছিল ঝাঁপ। গুপ্ত প্রেমের বাঁধনে,
দলপত্ সিংহ গড়মণ্ডলভূপতি
লইল জিনিয়া তা'রে কালিঞ্জর হ'তে।
বিবাহের চারিবর্ষ পরে দুর্গাবতী
একমাত্র পুত্র নিয়ে হইল বিধবা।
মর্ত্ত্যের সে পারিজাত শুকাল অকালে;
নাফুরা'তে মকরন্দ ঢলে ফোটা ফুল।

কোরকে পূরিত মধু, কিন্তু জলাভাবে
শুষ্ক সরোজিনী। পুনঃ সিঞ্চিলে সলিল,
কেননা করিবে সে-ই মধু-বিতরণ ?
যদি যায় যশঃ মান ক্ষতি নাই তায়—
এ রত্নের তরে মাত্র ধ্রুব একবার,
দিব ঝাঁপ অকাতরে আশার সাগরে।
সিংহল গড়ের যত ধনের ভাণ্ডার
হ'বে মম হস্তগত, আর তার 'পরে
তুর্গাবতী কোহিনুর ছড়া'বে আমার
আঁধার জীবন মাঝে প্রদীপ্ত আলোক।
সম্রাট করিবে দান বিপুল সম্মান,
সে গড়মণ্ডল দিবে ঐশ্বর্য্য অপার,
তুর্গাবতী দিবে মোরে নবীন জীবন,
ধন্য হ'ব জীবনেতে এতকাল পর !"
এইরূপে ছড়াইযে কুহকের জাল,
আশা মায়াবিনী এবে ভুলা'ল আসফে।
মোহ-মুগ্ধ সেনাপতি তবে ধীরে ধীরে,
ত্যজি' সেই কক্ষস্থল গেলা কক্ষান্তরে।

চতুর্থ সর্গ

শোভিছে সিংহলগড় পর্ব্বতমালায়,
ধবল তুষারে ঢাকা গিরি-গাত্র সব ;
দুর্গাবতী বৈধব্যেতে যেন গিরিকুল,
শুভ্রবস্ত্র করিয়াছে দুঃখে পরিধান।
সুদূর অম্বর'পরে শোভে সুধাকর,
রাণীর বৈধব্য দুঃখে চন্দ্রমাও যেন
অকলঙ্ক দেহে ধরে কলঙ্কের রেখা।
হিমাংশুর অংশুরাশি ধবলতুষারে
পড়ি' করে ঝলমল। গিরি-নির্ঝরিণী
ক্ষরিছে সুবর্ণ যেন চন্দ্রমা-কিরণে।
হেন জ্যোৎস্না রজনীতে প্রাসাদ উপর,
উপবিষ্টা দুর্গাবতী সিংহলগড়েতে।
পঙ্কজিনী যথা ভানু-কিরণ-মণ্ডিত,
কৌমুদী-মণ্ডিত যথা ফুল্লকুমুদিনী,
তথা রাণী-দেহখানি শোভে জোছনায়।

বিদ্যুৎ আলোক যথা করে বিমলিন
অপর আলোক, তথা রাণী-দেহ জ্যোতিঃ,
করিছে মলিন যেন নক্ষত্রেশ-ভাতি।
অলক্ত সলিল মাঝে থাকিলে যেমতি,
ক্ষরিয়া বরণ-তা'র মিশে জলসনে,
তথা দুর্গাবতী-চারু দেহের বরণ,
ক্ষরিয়া মিশিছে যেন জোছনার সনে।
ধরাতলে অকলঙ্ক রাণী-মুখ-চন্দ্র,
আর নভে চাঁদ চির কলঙ্কী জগতে;
তাই সে বদন-চন্দ্র হেরি' সৌধ'পরে
ক্ষণেক লুকায় চাঁদ মেঘের আড়ালে।
সুগঠিত ভুজদ্বয় মৃণাল সমান,
তা'র মাঝে প্রস্ফুটিত কুচ-কমলিনী,
প্রিয়-বিরহের দুঃখে লুকায় বসনে।
রূপসীর স্পর্শে যেন মলয় পবন,
আবেশ-অবশ তনু হয়েছে এখন,
তাই যেন সদা-গতি মৃদুমন্দভাবে
পুনরায় স্পর্শ-আশে বহিছে তথায়,
নির্লজ্জ কামুক মত ঘুরিয়া ফিরিয়া।

অনঙ্গের রঙ্গভূমি চারু অঙ্গখানি
ঢাকিয়া বসনে, রাণী আসীনা আসনে।
পার্শ্বে উপবিষ্ট পুত্র বীরনারায়ণ,
শিবানীর পার্শ্বে যেন কার্ত্তিকেয় বীর।
কুমারের অষ্টাদশ বরষ বয়স,
দেহের গঠন এই প্রথম যৌবনে
অতি মনোরম; যেন পাণ্ডব-শিবিরে
সুভদ্রানন্দন বীর অভিমন্যু রাজে।
বীররাজা দলপৎ, বীরাঙ্গনা রাণী,
তাই সে বীরত্ব যেন মুর্ত্তিমান হ'য়ে
বীরনারায়ণ-রূপে জন্মিল ধরায়।
রাণীর সম্মুখে রাজে সুমন্ত্রী অধর,—
রাজভক্তি শিখাইতে ভারতের জীবে,
দুর্গাবতী মন্ত্রীরূপে বিরাজে ধরায়।
"মোগলের গুপ্তচর এসেছে হেথায়"
কহিলা অধর:—"দেবি, জানিলে কেমনে?
সুদক্ষ প্রহরিগণ রক্ষিছে নগর,
দেশবাসী সবে বটে চির রাজভক্ত,

অমাত্য, সচিব সদা কার্য্যে জাগরূক,
হেন রাজ্য মাঝে রাণি, এল গুপ্তচর ?
অবাক্ হইনু শুনি ! কহ মাতঃ, দাসে,
কিরূপে জানিলে তুমি এ গুপ্ত সংবাদ।"
হাসিয়া কহিলা রাণী :—"রাজমন্ত্রী বটে
রাজ্যের দ্বিতীয় রাজা। বিশেষতঃ পুনঃ,
গড়মণ্ডলের মন্ত্রী ভারত মাঝারে,
সূক্ষ্মদর্শী, বীর, ধীর বলিয়া বিখ্যাত।
এ হেন পুরুষ-চক্ষে ধূলি ছড়াইয়া
প্রবেশিল গুপ্তচর ? কিন্তু নারীরে সে,
নারিল করিতে ছল। কহ মন্ত্রী, তবে
নারীত্ব প্রখর কি হে পুরুষত্ব হ'তে ?"
"শতবার, আমি বলি সত্য শতবার,"
উত্তরিলা মন্ত্রিবর :—"মত-দ্বৈধ হ'তে
পারে দেশ দেশান্তরে, কিন্তু এই দেশে
সবে একমত হ'বে আমার সহিত।
যাক মাতঃ, আর লজ্জা দিওনা সন্তানে,
কহি' সে রহস্য কর উৎকণ্ঠা বিদূর।"
আরম্ভিলা রাণী তবে :—"শোনহ অধর—

দেশের অবস্থা নিজ চক্ষেতে দেখিতে,
ছদ্মবেশে নানাস্থান করি পর্য্যটন—
অবিদিত নহে ইহা তোমার নিকট।
এ জগতে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত যাঁরা,
দেশের প্রকৃত-তত্ত্ব তাঁহাদের পাশে
পশে কদাচিৎ। তাই প্রজার অবস্থা
জানিবার তরে, নানাভাবে পর্য্যটন
কর্ত্তব্য তাঁদের। রাজকার্য্য-মাঝে,
শ্রেষ্ঠ করণীয় ইহা সদা সর্ব্ব দেশে।
একদা রজনীযোগে ভিখারিণী বেশে,
বাহিরিনু নগরেতে আমি আর লীলা।
করিয়া নগরখানি দোঁহে প্রদক্ষিণ,
সেনা-নিবাসের পাশে হেরিলাম এক
যুবক সন্ন্যাসী। ঘেরি' তা'রে সেনাগণ
জিজ্ঞাসিছে কত নিজ ভাগ্য-লিপি-কথা।
অগ্রসরি' মোরা তথা শুনিনু সকল,
পরীক্ষিনু ভাবভঙ্গী তা'র অভিধীরে।
ক্রমে সে তাপস, চাহি' আমাদের পানে,
আরম্ভিল বাক্যালাপ। ভিখারিণী বলি'

সদা সর্ব্বস্থানে মোরা করি যাতায়াত—
জানিয়া সন্ন্যাসী তবে, জিজ্ঞাদিলা ক্রমে
রাজপুরীর বারতা। রাণী, রাজপুত্র
কেমন দেশের, তাঁরা কিভাবে কখন
কোথা করে অবস্থান, কেমন ভকতি
দেশে করে প্রজাগণ—হেন বহুতত্ত্ব,
জিজ্ঞাসিল আমাদিগে সে ভণ্ড-তাপস।
বাক্য-প্রসঙ্গেতে মোরা দিল্লী-বিবরণ,
মোগল দেশের কথা জিজ্ঞাসিনু তা'রে।
মোগলের গুপ্তচর সে ভণ্ডতাপস—
এ-কথা বুঝিতে বাকি র'লনা মোদের
এ'র পর গতিবিধি লক্ষিতে তাহার
করেছিনু যত্ন বহু, কিন্তু সেই শঠ—
বুঝিবা মোদের ছল পারিয়া বুঝিতে,
জানি না কিভাবে কোথা ক'রেছে গমন
এখন আপন মনে বুঝহ সকল।"
নতশিরে তবে এবে কহিলা অধর :—
"এত যদি না হইবে তবে কিগো মাতঃ,
রমণীর কুলমণি বলি' খ্যাত আজি

এ ভারতভূমে তুমি ? তবে কি গো আজ,
এ গড়মণ্ডল রাজ্য বীর্য্য, শৌর্য্য, মানে,
সুশাসনে, সুনিয়মে হইত আদর্শ ?
কিন্তু রাণি, তব বাক্যে বিশেষ ভাবনা
হ'ল মনে জাগরূক। মোগলের চর
যবে আসিয়াছে দেশে ছদ্মবেশ ধরি,'
জানিও নিশ্চয় তবে এ গড়মণ্ডল,
হইয়াছে মোগলের লক্ষ্য এতদিনে ;
দুর্নিবার রাজ্যলিপ্সা এবে তাহাদের।"
উত্তরিলা দুর্গাবতী :—"দুর্গাবতী পাশে
নূতনত্ব নাই কিছু ইহার ভিতর।
বহুদিন হ'তে আমি করিয়াছি লক্ষ্য
আকবরের রাজনীতি। বহুদিন হ'তে
জানি—ধ্রুব এক দিন, মোগলের সনে,
করিব আমরা রণে অস্ত্র বিনিময়।
দুর্গাবতী তা'র তরে সতত প্রস্তুত,
তাই ধরা পড়েছিল সেই গুপ্তদূত।"
শঙ্কিত হৃদয়ে পুনঃ ভাষিলা অধর :—
"কেন যেন প্রাণে জাগে অমঙ্গল রাণি,
কেন যেন প্রাণে হয় ভীতির সঞ্চার।

কে যেন আকাশ-পথে করি' প্রতিধ্বনি—
'মোগলের সনে বাদ সেধোনা কখন'
রাজপুত-ধর্ম্ম সব দেয় ভুলাইয়া।
হ'ক উহা বিভীষিকা দুর্ব্বল প্রাণের,
হ'ক উহা দৈববাণী ভীরু জীবনের,
কিন্তু দেবি, নহ তুমি সামান্যা রমণী—
ভারতে ভারতীসম খ্যাতি তব আজ;
তেঁই দাস নিবেদয়, করহ বিচার,
ভালমন্দ যাহা হয় বুঝহ আপনি।
মোগলের বীর্য্য বল জান মা, সকল,
তপন উদয়ে যথা তারকা-নিকর
একে একে অস্তমিত হয় ধীরে ধীরে,
তথা আকবর সূর্য্য ভারত-গগনে
হইলে উদিত, ক্রমে অগণ্য রাজ্যের
হইতেছে অন্তর্হিত স্বাধীনতা-ধন।
ক্ষম দাসে মাতঃ, তাই জিজ্ঞাসি তোমারে-
এহেন মোগল সনে সাধিবে কি বাদ?
আমি কহি, কর দাসে আদেশ তোমার,
করিতে দিল্লীশ সহ সন্ধির প্রস্তাব।"

সুষুপ্ত মৃগেন্দ্র-শিশু জাগয়ে যেমতি,
শুনিলে পশুর রব আপন শিয়রে,
দামিনী-সম্পাতে যথা চমকে মানব,
নরপদ-শব্দে যথা চমকে উরগ,
তথা মন্ত্রী-বাক্য শুনি' বীরনারায়ণ
উঠিলা চমকি,' রোষে চাহিলা চৌদিকে।
ক্রোধ বিস্ফারিত নেত্রে করি দৃষ্টিপাত
রাজমন্ত্রী পানে, তবে কহিলা কুমার :—
"পরম ধীমান মন্ত্রী, তুমি এ ভারতে,
জ্ঞান, বুদ্ধি, বল তব প্রশংসে সকলে।
এ গড়মণ্ডল রাজ্য তোমারি কারণে,
ঘোষিছে গৌরব যশঃ দেশ দেশান্তরে।
এ হেন সুমন্ত্রী-মুখে শোভে কি এ কথা ?
ছি—ছিঃ মন্ত্রী, তব বাক্যে মরিনু মরমে!
কেশরী-আবাসে বাস করিছে শৃগাল,
বাসুকি-আবাসে বাস করিছে ডুণ্ডুভ,
এ হ'তে আশ্চর্য্য আর কি আছে ধরায় ?
চন্দনের পার্শ্বে যথা জনমে লকুচ,
তথা রাজপুত্রাবাসে জনম তোমার।

বীর রঙ্গভূমি মাঝে হইয়ে পালিত,
হেন কাপুরুষ ভাব পাইলে কোথায় ?
ঘৃণায় পূরিল প্রাণ ম'রে যাই লাজে !
রাজভক্তাদর্শবলি' তুমি খ্যাত দেশে,
এই কিহে মন্ত্রিবর, রাজভক্তি তব ?
যাক রাজভক্তি এবে জলধি গরভে,
কেমনে দেখাবে মুখ বীরের সমাজে ?
হেন হার সদা যা'র কণ্ঠ-আভরণ,
কেমনে সে দিবে গলে লৌহের নিগড় ?"
উতরিলা মন্ত্রী পুন :—"হে কুমার, তুমি
বীরের নন্দন, মাতা তব বীরাঙ্গনা।
কেননা করিবে হেন উক্তি সমুচিত,
কেননা আমার বাক্যে হইবে দুঃখিত ?
কিন্তু বীরনারায়ণ, দেখ চিন্তি মনে
বলীয়ান বলি' ব্যাঘ্র পারে কি আঁটিতে,
দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী হর্য্যক্ষের সহ ?
আত্মবল বিবেচিয়া সুধীজন ভবে
করেন সকল কাজ। তাহা না হইলে,
নিতে হয় ভবে শুধু কলঙ্কের ডালি।"

বলিলা কুমার তবে ঃ—"মন্ত্রী, সিংহ সনে
ব্যাঘ্র হয় পরাজিত, কিন্তু বুদ্ধিবলে
সামান্য মানব তা'রে পরায় নিগড়।
যেই অশ্ব দশমণ বহনে অক্ষম,
সেই অশ্ব শতমণ বহে শকটেতে।
মোগলের শক্তি-বল প্রবল ভারতে,
কিন্তু তাই বলি' মোরা নাহি যোগ্য কভু,
দাঁড়াতে বিপক্ষ হ'য়ে সমর-অঙ্গনে—
এ সিদ্ধান্ত মন্ত্রিবর, পাইলে কোথায়?
ছি-ছি-ধিক্ তোমা, ধিক্ ধিক্ শতবার!
রাজভক্তাদর্শ বলি' সুনাম তোমার!
রাজদ্রোহী, দেশদ্রোহী, তুমি কুলাঙ্গার!
বাধা দিয়া প্রাণ পুত্রে তবে দুর্গাবতী
লাগিলা কহিতে এবে ঃ—"বীরনারায়ণ,
অধর আমার প্রিয় পুত্র চিরকাল,
তব সহোদর সম দেখি নিত্য তা'রে,
মাতৃসম সেও পূজে আমায় সতত।
রাজভক্তি তা'র ধ্রুব আদর্শ জগতে,
শত পরিচয় তা'র পেয়েছি জীবনে।

আজিকার উক্তি তা'র ভীরুতার ফল,
ভেবনা কখন হেন। উহা মাত্র তা'র,
ফলিয়াছে অকৃত্রিম ভালবাসা হ'তে।
কল্পনায় আমাদের গড়িয়া বিপদ,
ভীত হইয়াছে মন্ত্রী আমাদের তরে।
নতুবা অধর নিজ প্রাণের মমতা,
বিন্দুমাত্র কোন দিন করেনা নিশ্চয়।
বহুদিন ওই প্রাণ বিপন্ন করিয়া,
গড়েছে অধর এই গড় রাজ্যখানি।
এই অভাগিনী তরে ওই প্রাণখানি,
ভাসায়েছে বহুবার বিপদ্-পাথারে।"
চাহি' মন্ত্রী পানে পুনঃ আরম্ভিলা রাণী :-
মন্ত্রি, জানি ভালবাসা করে অন্ধ জীবে,
তাই তুমি অন্ধ আজি তাহার প্রতাপে!
জীবন ধারণ যদি মাত্র লক্ষ্য ভবে,
পশু-পক্ষিগণ তাহা ধরিছে অনেক;
তা'হ'লে কিফল আর মানব-জনমে?
নরত্বে পশুত্বে তবে পৃথক্ কি আর?
আরো হের, ওই হীন পশু-পক্ষিগণ,

নহে কভু পরাঙ্মুখ রক্ষিতে তা'দের
ক্ষুদ্র স্বাধীনতার-ধন করি' প্রাণপণ।
আর্য্যবংশে, বিশেষতঃ রাজপুত-কুলে,
লভেছ জনম পূর্ব্ব-বহুপুণ্য-ফলে—
বিস্মৃত হ'য়োনা ইহা ধ্রুব কোন দিন,
আপন কর্ত্তব্য যাহা করহ সাধিত।
দুর্গাবতী দেহ মাঝে থাকিতে জীবন,
মোগলের সহ সন্ধি নাহ'বে কখন।
স্বীয়-স্বাধীনতা-ধন বিকায়ে যবনে,
দুর্গাবতী নাহি চায় ঘৃণিত-জীবন।
অন্য কথা দূরে থা'ক, এই যে কুমার,
অভাগিনী বিধবার মাত্র পুত্রধন—
স্বাধীনতা-বিনিময়ে উহাকেও পারি
দিতে বিসর্জ্জন হে'লে এ-জনম তরে।
তাই কহি মন্ত্রিবর, বৃথা বাক্যবাণ
হানিয়া হৃদয়ে ব্যথা দিওনা আমার।
ব্যক্তিগত জীবনের ভাবনা ত্যজিয়া,
দেশের কর্ত্তব্যে মন করহ নিবেশ।
মোগলের সহ যুদ্ধ বাঁধিবে নিশ্চয়,

তাই এবে স্বদেশের স্বাধীনতা তরে
হওগে প্রস্তুত সবে। নগরে নগরে,
পল্লীতে পল্লীতে, এবে জাগাও সকলে.
দেশ রক্ষা তরে সবে করহ প্রস্তুত।
মোগল-অনিষ্ট মোরা করিনি কখন,
তবে কেন তা'রা শত্রু হয় আমাদের ?
শত্রু-আক্রমণ হ'তে আত্মরক্ষা কিহে
করণীয় নহে কভু মানব মাত্রের ?
মোগলের এই মত অন্যায়াচরণ
দেখিবে জগত ! হই যদি পরাজিত,
তথাপি গাইবে ধরা যশঃ আমাদের,
বহিবে উহারা চিরকলঙ্কের ডালি,
যুগাযুগান্তরে উহা বিলুপ্ত না হ'বে।
মন্ত্রী, বহে নাকি রক্ত শিরায় তোমার ?
বিনা দোষে এক প্রজা অপর প্রজায়
করে যদি অত্যাচার, রাজবিধিমতে
হয় তা'র গুরুদণ্ড। আর মদগর্ব্বে
মাতিয়া মোগল আজি, বিনা অপরাধে,
উদ্যত হরিতে গড়-স্বাধীনতা-ধন।

রক্তমাংসে দেহ যা'র হয়েছে গঠিত :—
সহিতে কি পারে সেই হেন অত্যাচার?
অসহ্য অসহ্য মন্ত্রী, অসহ্য এ সব,
মোগল আস্পর্দ্ধা এবে ভাঙ্গিব নিশ্চয়।
যাও মন্ত্রী, যাও পুত্র, বিশ্রাম আগারে,
যামিনী প্রভাতে হবে সর্ব্বকার্য্য স্থির!"
এতেক কহিয়া রাণী করিলা প্রস্থান,
পশ্চাতে কুমার তাঁ'র করিল গমন।
স্তম্ভিত হইয়া হৃদে অধর এখন,
ভাবিতে লাগিলা বসি' আপনার মনে :—
"প্রজ্বলিত বহ্নি মাঝে সলিল সেচন
বিফল কেবল। খরতর স্রোতঃ-বেগ
বহে যবে বারিধির পানে, কার সাধ্য
রোধে গতি তা'র? আর নাহি দিব বাধা।
কিন্তু এ ভারত আজি যদিও পবিত্র,
রাণী দুর্গাবতী পুণ্য-চরণ-পরশে,
যদিও রাণীর তেজঃ অতুল ভারতে,
যদিও কাহিনী তাঁর গাইবে জগত
সুখেতে মাতিয়া যুগযুগান্তর ভ'রে,

কিন্তু জানি আমি—এই মোগল-বিবাদে
নাহ'বে স্থফল কভু। বলুক সকলে
যা'র যাহা ইচ্ছা হয়, মাতৃরূপে পূজি
হৃদয়-মন্দিরে যাঁ'রে, যাঁহার স্নেহেতে
প্রাণ ধরি শুধু ভবে—দিবনা তাঁহারে
বিপদ্-সাগরে হেলে পড়িতে ঝাঁপিয়ে।
কাপুরুষ, তুরাচার বলুক সকলে,
রাজভক্তি, প্রভুভক্তি নাহি বুঝি কিছু,
রাণীরে বিপদ্-মুক্ত চাহি দেখিবারে।
যাইব মোগল দেশে—দিল্লীদরবারে,
বুঝাইব বাদসাহে যথাসাধ্য মত,
ন্যায়বান আকবর অন্যায় বিবাদে,
কভু নাহি করিবেন সম্মতি প্রদান।
রজনী প্রভাতে কা'ল রাণী-পাশে ছলে
লইব বিদায়, নাহি করি' কালক্ষয়।"
ভাবিতে ভাবিতে মন্ত্রী অস্থির অন্তরে,
করিলা প্রস্থান তবে সে স্থান হইতে।

পঞ্চম সর্গ।

দিল্লীর প্রাসাদ মাঝে মন্ত্রণা-প্রকোষ্ঠে,
উপবিষ্ট আকবর স্বর্ণ-সিংহাসনে।
খচিত মুকুতা-রাজি ঊর্দ্ধে চন্দ্রাতপে,
তারকা-খচিত যথা গগনমণ্ডল।
হিরণ্ময় দীপাধারে সুবাসিত দীপ,
জ্বলে ঝল্লসিয়া কক্ষে মণিমুক্তারাজি।
চারু চিত্রপট শোভে দেয়ালের গায়,
ফুলদানে নানাফুল ছড়ায় সুবাস।
জগতে অতুল ওই মোগল-বিভব
পরিচয় দেয় এই প্রকোষ্ঠের সাজে।

চিন্তাকুল বাদসাহ। সম্মুখ আসনে
সেনাপতি আসফখাঁ চিন্তিত এখন।
কতক্ষণে দিল্লীশ্বর লাগিলা কহিতে ঃ—
"আসফ, সিংহলগড় নহে পাম্নাদেশ,
রাণী দুর্গাবতী নহে সামান্যা রমণী,

বীর অবতার নিজে। বিশেষতঃ তাঁ'রে
উচ্চ নীচ সব প্রজা পূজে মাতৃভাবে ;
রাণী প্রজাগত, প্রজা রাণীগত সেথা।
রাজপুত-বীর্য্য, শৌর্য্য, নাহি অবিদিত
কভু আকবর পাশে। তাই কহি তোমা,
গড়মণ্ডলের সব তত্ত্ব না জানিয়া,
সে দেশ-অবস্থা সব সূক্ষ্ম না বুঝিয়া,
অধিকার-চেষ্টা কভু নাহ'বে উচিত।
আরো কহি পুনঃ, তুমি আছ হে বিদিত,—
দেশজয় নীতি মম নহে কভু শুধু,
নীচ জিগীষার ফল। বাসনা আমার —
ভারতের ভিন্ন ভিন্ন দেশ, প্রজা সব
করি এক, এক বাঁধে বাঁধিব সকলে ;
ইহাই আমার সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ রাজনীতি।
ভারতের যশঃ মান উহাতেই সব,
ভারতের পরিচয়, ভারতের খ্যাতি,
দেশ দেশান্তরে হ'বে উহা হ'তে শুধু।
এ নীতির সফলতা সম্পাদন তরে,
ধীর, স্থির হ'য়ে কাজ হইবে করিতে।

দ্বেষ, হিংসা, লোভ, স্বার্থ হইবে ত্যজিতে,
'দেশের উন্নতি'—মন্ত্র শুধু র'বে চিতে।"
উত্তরিলা সেনাপতি ঃ—"জাঁহাপনা, দাস
নহে অবিদিত কভু উদ্দেশ্য তোমার,
রাজনীতি গূঢ় তত্ত্ব আছে পরিজ্ঞাত।
রাজদূত মবারকে সে গড়মণ্ডলে,
পাঠাইয়াছিনু আমি তত্ত্ব লইবারে।
বণিক্-বেশেতে কভু, কভু বা তাপস
সাজিয়া ঘুরিছে দূত সেথা ছদ্মবেশে।
পথ, ঘাট, রাণী, প্রজা, সেনা, সেনাপতি,—
দেশের সমস্ত তত্ত্ব জানি' সংগোপনে,
দিয়াছে আমায় দূত পূর্ণ-বিবরণ।
দেশের অবস্থা আগে জানিয়া বিশেষ,
পশ্চাতে করেছি তব আদেশ প্রার্থনা।
হৃষ্টচিত্তে এবে নৃপ, দাও অনুমতি,
মোগল-বিজয়-ধ্বজা উড়া'তে সে দেশে।
তব আশীর্ব্বাদে দাস হ'বে সিদ্ধকাম,
মোগলের আধিপত্য হইবে বিস্তার।"

আরম্ভিলা আকবর পুনঃ—"সেনাপতি
কার্য্য-কুশলতা সব বাখানি তোমার।
এ গুণেই আকবর মুগ্ধ তব প্রতি,
তাই তোমা ভালবাসি পরাণ ভরিয়া।
পাঠাইয়া মবারকে গড়মণ্ডলেতে,
সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছ বিশেষ।
রাজদূতগণ-মাঝে মবারক মোর,
পরম বিশ্বাসী আর অতি বিচক্ষণ।
এবে কহ সেনাপতি, শুনি সে দেশের
সমাচার, যাহা হ'তে উৎসাহিত তুমি।"
"শোন মহীপাল তবে," কহিলা আসফ :-
"ভারতের হিন্দুগণ পতিত বলিয়া
ঘৃণে গড়মণ্ডলের হিন্দুগণে সদা।
সে দেশের রাজমন্ত্রী নহেন ইচ্ছুক,
আমাদের সহ কভু করিতে বিবাদ।
রাণী, রাজপুত্র বটে বীর-অবতার,
অপরের সহায়তা কভু কোন কালে
চাহে না যাচিতে তাঁ'রা রাজ্য-রক্ষা তরে।

ইহা ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরো বহুতর,
রয়েছে কারণ, তাহা অনুকূল তব।"
ভাষিলা সম্রাট্ পুনঃ—"সত্য বটে সব,
এ-সকলি আমাদের বিশেষানুকূল।
কিন্তু সেনাপতি, বীর-মদে না হইও
যেন আত্মহারা কভু। রে'খ মনে সদা,
অতি সাবধানে কার্য্য হইবে করিতে!
সে গড়মণ্ডল রাজ্য আজি হিন্দুস্থানে
অতীব প্রতাপশালী। রাজধানী তা'র
পার্ব্বত্য সিংহলগড়, দুর্গ চৌরগড়,
দুর্গম, দুর্জ্জয় বলি' বিখ্যাত ভারতে।
আর রাণী দুর্গাবতী?—পরিচয় তাঁর
কি দিব নূতন বীর, আমি তব পাশে?
সিংহীস্বরূপিণী তিনি সিংহল গড়েতে।
মোগল-দ্বেষিণী রাণী যদি চিরকাল,
কিন্তু আমি পূজি তাঁরে হৃদয়-মন্দিরে
অতি ভক্তিভরে; মুগ্ধ আমি গুণে তাঁর,
আকবর পাশে তাঁর অতি উচ্চ স্থান।"

"সত্য বটে সব নৃপ," বলিলা আসফ ঃ—
এবে হিন্দুস্থানে গড়মণ্ডল-প্রতাপ,
রাণী দুর্গাবতী-গাথা, গাহে সব লোক ;
সে সকল অবিদিত নাহি মম স্থানে।
আর পুনঃ মোগলের দুর্দ্ধর্ষ প্রতাপ,—
তাহাও এদাস কভু নহে অবিদিত।
তেঁই দাস যাচিয়াছে রাজ-অনুমতি :
কে হেন ভারতে আজ আছে বলীয়ান,
দাঁড়াইতে মোগলের বিপক্ষ হইয়ে ?
করী হ'য়ে কর ভয় শূকর-নিকরে ?
তপনের হ'ল ভয় হুতাশন-তেজে,
একি অসম্ভব কথা কহ মহীপাল !
দিল্লীশের হেন ভাব দেখিনি কখন।
ত্যজি' দ্বিধা, হৃষ্টচিত্তে দাও অনুমতি,
চরণ কৃপায় তব হইবেক দাস,
নিশ্চয় সফলকাম, নাহিক সংশয়।"
"বীর্য্য, শৌর্য্য তোমাদের জানে আকবর"
কহিলা দিল্লীশ তবে ঃ—"মোগলের দুর্গ,

আজি বীররঙ্গভূমি—জানি সে সকল ;
সেই হেতু কভু তোমা কহি নাই এত।
বহুরাজ্য, বহুদেশ পদানত মোর
তব বাহুবলে। তব বীর্য্য-পরিচয়,
নহে অবিদিত মোর শোন সেনাপতি।
কিন্তু তব প্রস্তাবিত কাজে আজিকার,
আছে বিশেষত্ব ; তাই পূর্ব্বেই তোমায়
করিয়াছি সাবধান, নহে কিছু আন।
ভূত ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া জগতে,
বিজ্ঞজন হ'ন সব কার্য্যেতে তৎপর।
যাও বীর, হও ব্রতী সঙ্কল্পে আপন,
ধীর স্থির হ'য়ে কাজ করিও সকল,
মোগল-গৌরব-যশঃ রাখিও অটুট।
তব গুণ-গ্রাম যত—জ্ঞান, বুদ্ধি, বল,
অবিদিত আকবর নহে কোন দিন,
তাই তব প্রার্থনায় হইনু সম্মত।
মনোরথ তব পূর্ণ হউক অচিরে,
করি এই আশীর্ব্বাদ পরাণ ভরিয়া।
যাও তবে সেনাপতি, কর গিয়ে সব
উদ্‌যোগ আয়োজন যা'হয় উচিত।"

করিয়া কুর্ণিশ তবে দিল্লী-অধীশ্বরে,
হৃষ্ট মনে সেনাপতি হইলা বাহির।
হেনকালে বীরবল দ্বারান্তর দিয়া,
বন্দিয়া সম্রাটে তবে হ'লা উপনীত।
সানন্দে দিল্লীশ তাঁ'রে বসাইয়া পাশে,
কহিতে লাগিলা ধীরে মোগল-ভূষণ :—
"বীরবল তুমি মোর সম্পদে, বিপদে,
সুখ, দুঃখ—সব কাজে সহায় বিশেষ।
স্বভাব-সুন্দর তব প্রকৃতি বিমল,
দ্যু-লোক দুর্লভ। তব গুণগ্রাম-মুগ্ধ
আছে আকবর, চির সখা তুমি তা'র,
প্রেমের বাঁধনে তুমি বাঁধিয়াছ তা'রে—"
বাধা দিয়া সম্রাটেরে তবে বীরবল,
লাগিলা কহিতে এবে :—"শোন নরনাথ,
দয়া করি. অধমেরে হৃদয়ের পাশে
করিয়াছ স্থান দান, তাই ধন্য আমি।
স্নেহের ভিখারী তব বটে বীরবল,
তা'হ'তে আকাঙ্ক্ষা উচ্চ নাহি হৃদে তা'র।
হে মোগল-কুল-রবি, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র

এই দীন বীরবল এ মহীমণ্ডলে ;
মহর্ষি যেমতি ক্ষুদ্র আশ্রম-লতায়,
ভৃঙ্গার-সলিল ঢালি' করয়ে বৰ্দ্ধিত,
তেমতি এদাসে তুমি স্নেহ দয়া বলে,
পালিতেছ নিশিদিন, বাড়াইছ মান।"
"তাই তব প্রেম-ডোরে বাঁধা মম প্রাণ"
উতরিলা আকবর :—"এত বলি' তুমি,
লভেছ আসন মম হৃদয়-মন্দিরে।
যা'ক সে সকল এবে, শোন বীরবল,
মোগলের দরবার হইয়াছে এবে,
ব্রতী অতি গুরু কাজে। মোগল-বাহিনী
শাসিবে অচিরে গড়মণ্ডল প্রদেশ,
এখনি আসফখাঁয় করেছি আদেশ!"
উতরিলা বীরবল :—"মোগল-ভূষণ,
আছে তব রাজনীতি বিদিত এ দীন,
অত্যাচার, পরপীড়া নহেক তোমার,
উদ্দেশ্য কখন ; কিংবা নীচ জিগীষায়
দেশ আক্রমণ, নহে উদ্দেশ্য তোমার।
কিন্তু দিল্লীনাথ, এবে এ ভারতভূমে,

মিবার, সিংহলগড়—এই রাজ্যদ্বয়,
দুর্জ্জয়, দুর্দ্ধর্ষ বলি' লভিয়াছে খ্যাতি।
আত্মত্যাগ, দেশভক্তি, বীর্য্য তাহাদের
অতুল ভারতে। তেঁই কহি নরেশ্বর,
বিচারিয়া এসকল হৃদয়ে আপন,
উপদেশ সবিশেষ দিও আসফেরে।
মিবার, সিংহলগড় দিল্লীর বশেতে
আনয়ন বটে অতি যুক্তিযুক্ত কাজ,
দিল্লীর সাম্রাজ্য তা'তে হ'বে একচ্ছত্রী,
মোগল-গৌরব-রবি হ'বে সমুজ্জ্বল।
কিন্তু অতি নিপুণতা, নীতি-কুশলতা,
হ'বে দেখাইতে এই গৌরব লভিতে।
তাহার অন্যথা হ'লে হ'বে বিপরীত,
অশেষ কলঙ্ক হ'বে ভাগ্যের লিখন।"
"বীরবল, যা' কহিলে বটে সত্য সব,"
কহিলা দিল্লীশ পুনঃ—"আকবর-পাশে
নাহি অবিদিত কভু রাজপুত-কথা।
বীরপূজা অধিকারী যদি এজগতে
থাকে কোন জাতি, তবে তাহা ওই—
ভারত-গৌরব শুধু রাজপুত জাতি

যুগযুগান্তরব্যাপি-পৃথ্বী-ইতিহাস
দেখহ খুঁজিয়া, ন্যায়-ধর্ম্মাচারী হেন
বীরজাতি, জন্মে নাই কোথা কোন কালে।
একতা-বন্ধনে যদি থাকিত উহারা,
এ সাগরাম্বরা ধরা হইত তা'দের,
রাজপুত হ'ত এর একচ্ছত্রী রাজা।
কিন্তু জগতের সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বল—
একত্ব-বন্ধন এবে হারা'য়েছে তা'রা,
ইহাই মোদের শ্রেষ্ঠ ভরসার স্থল,
তাই আজি মোগলের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ।
আসফখানকে আমি বুঝায়েছি সব,
করিয়াছি উপদেশ যথাসাধ্য মোর।
এবে তুমি বীরবল, যাও তা'র স্থানে,
যুক্তি উপদেশ যেবা হয় সমীচীন,
করগে প্রদান তা'রে! তব বুদ্ধি-বলে
হইবে সে সিদ্ধকাম আশা আছে মোর।
ধন-নারী-প্রলোভন মোগল জাতির
অতীব জঘন্য বৃত্তি। এই উভয়ই,
বটে মানবের চির সর্ব্বনাশ হেতু,
মানব পশুত্ব লভে উহার প্রভাবে।

জানি আমি বীরবল, মোগল সেনানী,
নহে মুক্ত সে বৃত্তির প্রভাব হইতে ;
উহাই প্রধান শঙ্কা হৃদয়ে আমার,
উহাতেই রাজপুত শ্রেষ্ঠ মোগলের।"
"হে মোগল-কুল-কোহিনুর, ধন্য তুমি !"
উত্তরিলা বীরবল :—"আর ধন্য আজ
এ ভারতভূমি, লভি' তোমা হেন ধনে।
কি কহিব নরপতি, নাহি হেন ভাষা,
প্রকাশিতে হৃদয়ের যত কিছু ভাব।
নীচ চাটুকার বলি' কর ঘৃণা মোরে,
নাহি খেদ তাহে। কিন্তু যখনি তোমার
বাণী-বিনিন্দিত-কণ্ঠে শুনি' বাক্যরাজি,
রাজনীতি, সাম্যনীতি করি আলোচনা,
প্রীতি-প্রফুল্লিত প্রাণে হই আত্মহারা—"
"অন্ধ ভালবাসা-ফল উহা," বাধা দিয়া
কহিলা সম্রাট্ :—"যাও তবে বীরবল,
যথোচিত উপদেশ করগে প্রদান,
ধীর স্থির চিতে সব বুঝাও আসফে।
সেনা সঞ্চালন, আর গঠন, স্থাপন,

রণ-নীতি, কার্য্য-নীতি, সুনীতি রক্ষণ,
সুবিশদ আলোচনা করিয়া সবার,
করিও কর্ত্তব্য স্থির সেনাপতি সহ।
সব কার্য্যে তুমি মম সহায় প্রধান,
তব যুক্তি আসফের হ'বে দৃঢ়বল।"
বীরবল তবে পুনঃ লাগিলা কহিতে :—
"অধম কিঙ্কর আমি তব চিরকাল,
হেন গুরুভার-যোগ্য নহে কভু দাস।
আদেশ তোমার নিত্য শিরোধার্য্য মম,
যথাসাধ্য দাস তাহা করিবে পালন।
হিন্দু যথা পূজে গঙ্গা গঙ্গাজল দিয়া,
তেমতি রাজন্, তব উপদেশ মত
দিব যুক্তি যথাসাধ্য আসফে এখন।"
বাহিরিলা বীরবল বন্দিয়া সম্রাটে,
দিল্লীশও চলিলেন বিরামের তরে।

ষষ্ঠ সর্গ।

নিশীথে আসফখান আপন আলয়ে
করিছেন যুক্তি এবে মবারক সহ।
গড়মণ্ডলের সব তত্ত্ব সূক্ষ্মরূপে,
করিছেন আলোচনা গুপ্তচর সনে।
জ্যোৎস্নী রজনীতে কভু গগনমণ্ডলে,
খণ্ড খণ্ড মেঘমালা উদিলে যেমন,
কভু মেঘাবৃত কভু মেঘমুক্ত বিধু,
তেমতি আসফখাঁর মুখভাব এবে।
মবারক সহ বাক্য আলাপে কখন,
হরষে উৎফুল্ল হয় বদন মণ্ডল,
আবার কখন ঘোর বিষণ্নতা আসি,
ঢাকে অকস্মাৎ সেই ফুল্ল মুখখানি।
আরম্ভিলা সেনাপতি ঃ—"শোন মবারক,
সম্রাট্-আদেশ আমি লভিয়াছি এবে,
অচিরে সিংহলগড় মোগল-বাহিনী

করিবেক আক্রমণ,—নিশ্চিত এখন।
হও গে প্রস্তুত এবে, করিতে গমন
মোগল-সেনার সনে। আমরা সকলে,
তোমারি নির্দ্দেশ মত হইব চালিত,
তুমিই মোদের এবে সহায় প্রধান।”
উত্তরিলা মবারক :—“শোন সেনাপতি,
আদেশ তোমার সদা শিরোধার্য্য মম।
কিন্তু কহি পুনঃ, ক্ষমা করিও ধৃষ্টতা,
দুর্দ্ধর্ষ অরাতি সনে করিবে সমর,
একথা স্মরিয়া মনে হ’য়ো অগ্রসর,
ভেব ইহা সদা সেনা গঠনে, চালনে।”
“নাহিক ধৃষ্টতা কিছু,” কহিলা আসফ :—
“রাজ্যের বিশ্বস্ত দূত তুমি মবারক,
তব যুক্তি সর্ব্বক্ষণ শ্রোতব্য মোদের।
রাজপুত-বীর্য্য বল নহি অবিদিত,
নহি অবিদিত দুর্গাবতীর প্রতাপ।
কিন্তু তুমি জান নাকি বিদ্যুৎ-আলোক,
আঁধারে ঝলসে বলি, সূর্য্য-রশ্মি-পাশে,
কভু কিহে দীপ্তিমান্ হয় কোন দিন?

নিরাতঙ্কে কর সবে রণ-আয়োজন,
অবশ্য বিজয়-লাভ হইবে মোদের।”
হেনকালে বীরবল সেই কক্ষ মাঝে
করিলা প্রবেশ। হে’সে সেনাপতি তাঁরে
ভেটিলা যতনে। দোঁহে অতি সমাদরে,
সম্মানের বিনিময় করিলা যতনে।
আসনে আসীন তবে হইয়ে উভয়,
নানা কথা নানা বার্ত্তা লাগিলা কহিতে।
ক্ষণপরে বীরবল কহিলা আবার :—
“সেনাপতি, পান্না দেশ অধিকৃত এবে
তব বাহুবলে ; বীর্য্য, শৌর্য্য তব সবে,
গাইতেছে শত মুখে। এবে শুনিলাম,
ক’রেছ মনন নাকি আক্রমিতে ত্বরা
সে গড়মণ্ডল রাজ্য। সত্য কি হে তা’ই ?”
হাসিয়া আসফখান লাগিলা কহিতে :—
“নহে সত্য বীরবল, করিনি “মনন,”
কিন্তু হইয়াছি ব্রতী আক্রমিতে সেই
গড়রাজ্য অচিরাৎ, সাজিছে বাহিনী।
অবিলম্বে মোগলের বিজয়-পতাকা
হইবে উড্ডীন সেথা, করি আশা মনে।

শুনি, রাণী দুর্গাবতী অতি বীর্য্যবতী
কিন্তু বীর্য্য বল তাঁর টুটিবে এবার।"
"এতদূর অগ্রসর ?" বিস্ময় মানিয়া
উত্তরিলা বীরবল ;—"সকলি প্রস্তুত ?
সেনাপতি সে রাজ্যের তত্ত্বরাজি নিজে,
জেনেছ তো সবিশেষ ? দেশের অবস্থা
সব অতি সূক্ষ্মভাবে, হয়েছ তো জ্ঞাত ?
রাণীর সংবাদ কিহে পেয়েছ বিশদ ?"
উত্তরিলা সেনাপতি ;—"শোন বীরবল,
মোগলের সেনাপতি কর্ত্তব্য তাহার,
আছে সদা পরিজ্ঞাত। জ্ঞান মত ত্রুটি
তা'র ঘটে নাই কোথা, ইহাই বিশ্বাস।"
"আমারো ধারণা তাই," উত্তরিলা বীর :—
"মোগলের সেনাপতি কর্ত্তব্যে আপন
বটে নিত্য জাগরূক—আমারো বিশ্বাস।
গড়মণ্ডলের পথ অতীব বন্ধুর,
দুর্গম পর্ব্বত-কুলে বেষ্টিত সে দেশ,
স্বাধীনতা-ব্যবসায়ী দেশের নিবাসী,
রণ-মদে মত্ত সদা বাল, বৃদ্ধ, যুবা,
সিংহীর রূপিণী রাণী সিংহলগড়েতে ;

তাই তোমা সাবধান করিনু কেবল,
অপর উদ্দেশ্য কিছু নাহিক অন্তরে—"
হেনকালে দৌবারিক বন্দিয়া আসফে
লাগিলা কহিতে ধীরে :—"শোন সেনাপতি,
গড়মণ্ডলের মন্ত্রী অধর সুজন
উপনীত দ্বারদেশে, মাগিছে সাক্ষাৎ।"
চিন্তাকুল হ'ল যেন আসফ বদন,
কতক্ষণে আদেশিলা তবে দৌবারিকে :—
"দৌবারিক, যাও ত্বরা, আনহ এখানে
মন্ত্রিবর অধরেরে অতি সযতনে।"
চলি' গেলা দৌবারিক। কহিলা আসফ :-
"বীরবল, চিন্ত মনে মোগল-প্রতাপ,
এরি তরে সাবধান করিতেছ মোরে?
মোদের ভয়েতে ভীত হইয়ে নিশ্চয়,
এসেছে অধর এবে দেখা'তে বশ্যতা,
এখনি হইবে তব সন্দেহ ভঞ্জন।
এখনো বলিবে তুমি সে গড়মণ্ডল,
স্বাধীনতা-লীলা-ভূমি এ ভারত মাঝে?
দুর্জ্জয় দুর্গম বলি' এখনো কি আর
সঞ্চারিবে 'জুজু' ভয় আমাদের চিত্তে?"

ক্ষণ থাকি' চিন্তাকুল, পুনঃ বীরবল
লাগিলা কহিতে তবে :—"শোনহ আসফ,
আশীবিষ বিষহীন, অনল অতাপ,
যাদুকর যাদুবলে দেখা'লে কখন
সুধীজন কভু তায় করে কি বিশ্বাস ?
অধরের আগমনে কল্পনায় তুমি
গড়িতেছ যাহা মনে, জানিও নিশ্চয়
আকাশ-কুসুম তাহা, নহে কিছু আন।"
ভ্রূকুটি করিয়া পুনঃ ভাষিলা আসফ :—
"এখনি বুঝিবে সব, মিটিবে তোমার
সংশয় সকল। চিত্ত-দুর্ব্বলতা তব
হইবেক দূর, আর ক্ষণকাল পরে!"
হেনকালে দ্বারী সহ সুমন্ত্রী অধর
প্রবেশিলা কক্ষমাঝে, আসফখাঁ আর
বীরবল অগ্রসরি, ভেটিলা অধরে।
আসনে আসীন তবে হইল সকলে,
একে অন্যে হ'ল ক্রমে ধীর সম্ভাষণ,
শিষ্টাচার-বিনিময় হইল প্রচুর,
লৌকিকতা প্রদর্শিত হ'ল পরস্পরে।

কতক্ষণে আরম্ভিলা কহিতে আসফ :—
"মন্ত্রিবর, সন্দর্শনে তব হ'নু সুখী,
এবে কহ সুধীবর, কি মনন করি,
করিয়াছ আগমন। বহুদিন হ'তে
তব গুণ যশঃ আছি সুবিদিত মোরা,
তাই দরশনে তব, আনন্দিত হবে
সবে মোগলের পুরে—নাহিক সংশয়।"
সুগম্ভীর স্বরে তবে ভাষিলা অধর :—
"সেনাপতি, আজি এই ভারত মাঝারে
মোগলের অভ্যুত্থান, মোগল-প্রতাপে
স্তম্ভিত নগরবাসী, বিস্ময় মানিয়া ;
জ্যোৎস্নী রজনীর শিরে যেমতি চন্দ্রমা,
রাজমুকুটের পরে যথা কোহিনুর,
স্বর্গের উদ্যান মাঝে যথা পারিজাত,
পুষ্পবন মাঝে যথা বসোরা গোলাপ,
গ্রহগণ মাঝে যথা রাজে বৃহস্পতি,
তথা আকবর শাহ আজি এ ভারতে।
অযোধ্যার রামরাজ্য পরে এ ভারতে,
আকবর-রাজ্য ধ্রুব দ্বিতীয় কেবল।
সুমনস-সুগন্ধেতে যথা আমোদিত

হয় দশদিক্, তথা আকব যশঃ —
সৌরভেতে আজ, পূর্ণ এ হিন্দুস্থান।
ধন, মান, যশঃ, বিদ্যা, বুদ্ধি, শৌর্য্য, বীর্য্য
যাহা কিছু এ জগতে কাম্য মানবের,
পূর্ণ সে সকলে আজি মোগল দর্ব্বার,
তাই মনে সাধ ক'রে আসিয়াছি হেথা,
দেখিতে সমৃদ্ধিপূর্ণ দিল্লী দরবার।"

উতরিলা মোগলের সেনাপতি তবে ঃ
"মন্ত্রিবর, এতকাল শ্রবণ-বিবরে
পশিয়াছে অবিরত যা'র যশোগান,
রাজনীতি ক্ষেত্রে যা'র অত্যুচ্চ আসন,
সেই মন্ত্রী অধরের বাক্য-সুধাপানে
হইলাম সুখী আজ। বুঝিলাম আজি,
কেন তব যশোগীতি গায় সর্ব্বজন।
এবে কহ দয়া ক'রে বক্তব্য আপন।"

"যে উদ্দেশ্যে আসা মম কহিব তোমারে"
কহিলা অধর ঃ—"শোন দিল্লী সেনাপতি,
বিশাল বারিধি-পাশে জলবিন্দু যথা,
দ্বিজরাজ-পাশে যথা খদ্যোত-আলোক,

রাণী দুর্গাবতী

মোগল-সাম্রাজ্য পাশে হেথা আমাদের,
ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র গড়মণ্ডল প্রদেশ।
পুণ্যবতী সতী রাণী দুর্গাবতী সেথা,
পালিছেন প্রজাগণে পুত্র-নির্ব্বিশেষে,
অত্যাচার, অবিচার নাই দেশে তাঁর,
কারো সনে বাদ তাঁর নাহিক কখন।
শান্তিময় রাজ্য গড়ি' শান্তিময়ী রাণী,
করিছেন রাজ্যভোগ আপনার মনে।
সে শান্তি ভাঙ্গিতে নাকি উদ্যত এখন,
দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপশালী মোগল ভূপতি!
যে হর্য্যক্ষ-হুহুঙ্কারে ভীত পশুকুল,
তাহার প্রয়াস কেন সে পশু পীড়নে?
সুবিমল শশধর গগন-মণ্ডলে,
ছড়াইয়া সুধারাশি আপনার মনে
করে সুখে রাজ্য ভোগ তারাদল মাঝে।
হিমাংশু সে অংশুরাশি লভে ভানু হ'তে,
কে না জানে সেই কথা? তেমতি আমরা-
যদিও স্বাধীন ভাবে করি রাজ্য ভোগ,
কিন্তু তাহা ভুঞ্জিতেছি মোগল-কৃপায়,

একথা স্বীকার্য্য সদা সকলের পাশে,
তেঁই কহি সেনাপতি, কেন হেন সাধ,
গরুড়ের বাঞ্ছা কেন পতঙ্গ পীড়নে ?"
বিস্ময় মানিয়া যেন আপনার মনে,
কহিতে লাগিলা তবে সুধী বীরবল :—
"সিংহলগড়ের মন্ত্রী, শুনি' বাক্য তব
মানিল বিস্ময় মনঃ ! সুমতি অধর,
সত্যই কি দুর্গাবতী রাণীর আদেশে
আসিয়াছ তুমি আজ মোগল-পুরীতে ?
তব অভিমত মত রাণীর(ও) কি মত ?
কহ মন্ত্রী, ব্যক্ত ক'রে সকল বারতা।"
কহিলা অধর মনে :—"ধন্য বীরবল,
এত বলি' তব যশঃ ব্যাপ্ত এ ভারতে !"
প্রকাশ্যে কহিলা মন্ত্রী :—"শোন বীরবল,
যদিও আসিনি হেথা রাণীর আদেশে,
তবু জানি আমি, মম সনে কভু তাঁর
নহে ভিন্ন মত ; নাই তাঁর দ্বিধা ভাব—"
"থাক সেই কথা;" এবে ভাষিলা আসফ :—
"শোন মন্ত্রী, দিল্লীশ্বর নহেন ইচ্ছুক,
আশ্রিত জনের প্রতি, করিতে পীড়ন।

রাণী দুর্গাবতী যদি প্রকাশ্য ভাবেতে,
মোগল-বশ্যতা নিজে করেন স্বীকার,
তবে তাঁর সহ বাদ নাহিক মোদের।
কিন্তু মন্ত্রী, জানি আমি রাণী তোমাদের
মোগলদ্বেষিণী চির; তাই তাঁর প্রতি
রুষ্ট এবে বাদসাহ মোগল-কেশরী।”
সিংহলগড়ের মন্ত্রী উতরিলা তবে :—
“বিশাল অরণ্যমাঝে নিবাসে কেশরী,
কভু কিহে পশুরাজ করয়ে চিন্তন,
কোথা কোন পশু তা’রে ভাবিছে কেমন?
শত বলীয়ান্ যদি অন্য পশু হয়,
তবু সিংহ পশুরাজ অরণ্য-রাজ্যের।”
আরম্ভিলা পুনঃ রোষে কহিতে আসফ :-
“মন্ত্রিবর, বৃথা তব চাতুরী, ছলনা!
হেন বাক্যে তুষ্ট নাহি হ’বেন দিল্লীশ।
মোগলের অনুগ্রহ ভিখারী যদ্যপি,
কহ স্পষ্ট ব্যক্ত করি’ কি ইচ্ছা রাণীর,
কি মনন করি, তব হেথা আগমন।
আরো কহি, যদি রাণী প্রকাশ্য ভাবেতে

দিল্লীর বশ্যতা এবে না চা'ন দেখা'তে,
তবে তাঁর সহ সন্ধি অন্য কোনরূপ
হ'বে না স্থাপিত, ইহা জানিও নিশ্চয়।
তা' হইলে মন্ত্রিবর, মোগল-বাহিনী
অচিরে সিংহলগড়ে করিবে প্রবেশ,
রণডঙ্কা নিনাদিত হইবে সঘনে,
মোগলের সনে তবে ধ্রুব তোমাদের
হ'বে অস্ত্র-বিনিময়-সমর-প্রাঙ্গণে।
তেঁই কহি, হে অধর, বুঝহ সকল,
ভালমন্দ ভাবিফল বিচারিয়া মনে,
কহ ব্যক্ত ক'রে এবে মনোগত ভাব।"

কহিলা অধর পুনঃ—"শোন সেনাপতি,
নহে কোন অপরাধী দিল্লীশের কাছে
রাণী দুর্গাবতী। তাই, ন্যায়-অবতার
আকবর-পাশে, ন্যায় বিচার মাগিতে,
আগমন হেথা মম, নহে কিছু আন।
নাহিক ক্ষমতা মোর করিতে উত্তর,
তোমার প্রস্তাব মত, শোন সেনাপতি!
আরো কহি হে আসফ, সে গড়মণ্ডল

স্বাধীন ক্ষত্রিয়-রাজ্য এভারত মাঝে ;
মোগলের সেনাপতি তুমি বীরবর,
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম সব আছ সুবিদিত,
তবে কেন হেন ভাষ ওহে সুধীবর ?"
"বৃথা বাক্যব্যয়ে আর নাহি প্রয়োজন,"
রোষ-বিস্ফারিত নেত্রে ভাষিলা আসফ :—
"কহিবারে সাধ যদি আস্পর্দ্ধার কথা,
কহ গিয়ে তাহা এবে ক্ষত্রিয়াণী পাশে,
মোগল-দর্ব্বার নহে তা'র যোগ্য স্থান।
যাও মন্ত্রী, বল গিয়ে রাণীরে তোমার
হইতে প্রস্তুত রণে। অচিরে সাক্ষাৎ
হইবে মোদের সনে সিংহলগড়েতে।"
তবে পুনঃ বীরবল লাগিলা কহিতে :—
"সুমন্ত্রী অধর, অতি বিচক্ষণ তুমি,
ধী-শক্তি তোমার খ্যাত আজি এভারতে ;
তেঁই তব ব্যবহারে হইনু বিস্মিত !
না লইয়ে তব পূজ্যা রাণীর আদেশ,
হয় নাই সমুচিত আগমন হেথা।
জানি আমি, নহ তুমি বৃত্তিভোগী—

রাজকর্ম্মচারী, সেই সিংহলগড়ের,
হিন্দুর স্বভাব বৃত্তি রাজভক্তি সদা,
হৃদয় মন্দিরে তব ভাতিছে বিমল।
ভালবাসা, ভক্তি, প্রেমে জগতের জীব,
হয় অন্ধ একেবারে। তাই মন্ত্রিবর,
অকৃত্রিম রাজভক্তি প্রভাবেতে আজি,
ভুলিয়াছ একেবারে কর্ত্তব্য আপন।
শত প্রশংসার যোগ্য রাজভক্তি তব,
কিন্তু ধিক্কারের পাত্র কর্ত্তব্যপণায়।"

সিংহলগড়ের মন্ত্রী উত্তরিলা তবে :—
"শতবার বীরবল, শতবার পুনঃ,
ধিক্কারের পাত্র আমি, নাহিক সংশয়।
সেনাপতি, আসি তবে। শেষ নিবেদন
শোনহে আমার—চির ন্যায়পরায়ণ
সুধী আকবর নামে—দেখহে আসফ,
না রটে কলঙ্ক যেন দেশদেশান্তরে।"
এতেক কহিয়া মন্ত্রী বাহিরিলা তবে।

"যাও হে দাম্ভিক" পুনঃ গর্জ্জিলা আসফ :—
"অচিরে ঘুচিবে সব বুঝিবে সকল।"

চাহি' বীরবল পানে কহিলা আবার ঃ—
"বীরবল, প্রিয়পাত্র সম্রাটের তুমি,
ভ্রাতৃসম স্নেহে তোমা দেখেন ভূপতি,
এই কিহে প্রিয়বর, তার পরিচয় ?
এই কিহে, রাজভক্তি, প্রভুভক্তি তব ?
আজিকার ব্যবহারে বুঝিনু নিশ্চয়,
'বিষকুম্ভ পয়োমুখ' চাটুকার বই
নহ তুমি অন্য কিছু ওহে বীরবল !"
চপলা চমকে যথা চমকে মানব,
তথা চমকিয়া তবে সুধী বীরবল,
লাগিলা কহিতে ঃ—"শোন ওহে সেনাপতি,
পদের গৌরবে মত্ত হইয়ে আপনি,
হিতাহিত জ্ঞান-শক্তি হারাইলে কিহে ?
ঘৃণায় পূরিল প্রাণ বিস্ময়ে মগন।
"মহতী দেবতা রাজা"—শাস্ত্রের বচন
যাহাদের চিরকাল—হ'ন যদি রাজা
ভিন্ন ধর্ম্মী, ভিন্ন জাতি, তবু হিন্দু তাঁরে
মহতী দেবতা 'বলি' পূজিবে নিয়ত—
ইহা নিত্য যাহাদের শাস্ত্রের বিধান,
সে হিন্দু-সন্তানে তুমি কহ রাজদ্রোহী ?

কেবা না হাসিবে শুনি এ অপূর্ব্ব বাণী !
পাণ্ডুরোগগ্রস্ত রোগী আপন নয়নে
দেখে যথা সমূদয় পাণ্ডুর বরণ,
তথা তুমি আত্মপ্রায় ভাব সকলেরে।

গড়মণ্ডলের সব সূক্ষ্ম বিবরণ,
রাণী দুর্গাবতী আর সে দেশবাসীর
চরিত্র স্বভাব সব আছি সুবিদিত,
তাই হে ভাষিনু হেন ; জানিও নিশ্চয়,
এ সকলি তোমাদের মঙ্গলের তরে।

শত্রুপক্ষ-বলাবল, গুণাগুণরাজি
আলোচিয়া আগে সব, রণে অগ্রসর
হয় সদা বীরগণ এ মহীমণ্ডলে।

আলোচিলে শত্রুগণ হয় রাজদ্রোহ
আকবরের সেনাপতি হেন নীচ প্রাণ,
স্বপনেও হেন ভাব ভাবি নাই কভু ;
বিস্ময়-সাগরে তাই ভাসিনু অপার।

তেঁই কহি সেনাপতি, আর বাক্য বাণে,
করিও না মোর প্রাণ শতধা ছেদন।”

"যাক্ সেই কথা"—পুনঃ কহিলা আসফ :-
"গভীরা রজনী এবে বিশ্রামের কাল,
যামিনী-প্রভাতে পুনঃ হইবেক দেখা
কহিব সকল কথা শুনিব সকল।"
এত বলি' সেনাপতি ত্যজিলা আসন,
বীরবল (ও) ধীরে ধীরে করিলা প্রস্থান।



সপ্তম সর্গ।

প্রভাতে সিংহলগড়ে প্রাসাদ-অঙ্গনে,
ব'সেছেন দুর্গাবতী গড়িয়া দর্ব্বার।
দক্ষিণে ব'সেছে পুত্র বীরনারায়ণ,
বামে উপবিষ্ট মন্ত্রী অধর সুজন,
যেমতি কৈলাসধামে হরমনোরমা,
স্কন্দ-গজানন সহ আসীনা আসনে।
প্রভাতের সমীরণ বহিছে সুধীর,
পর্ব্বত আড়ালে করে তরুণ তপন
ঝিকিমিকি, যেন ডরি রাণীর প্রতাপে
শাখি-শাখে শতকণ্ঠে গাহে পিককুল,
পঞ্চমে মধুর তানে রাণী-যশোগান।
তুষার-মণ্ডিত-শীর্ষ-ভূধর-নিকর,
শুভ্র শিরস্ত্রাণ পরা প্রহরীর প্রায়
আছে দাঁড়াইয়া দূরে—গম্ভীর-মুরতি।
স্বভাব-সুন্দর সদা সে সিংহলগড়,
স্বভাব-সুন্দর-মূর্ত্তি-রাণী-দুর্গাবতী।

সুবৃহৎ চন্দ্রাতপতলে রাজরাণী,
ব'সেছেন স্বর্ণাসনে পুত্র মন্ত্রী নিয়ে।
ঝলসিছে মণি মুক্তা চারু চন্দ্রাতপে,
শোভে যেন তারাদল আকাশের গায়।
চামীকর-অলঙ্কৃত সুচারু চামর
ঢুলায় চামরী ধীরে। বৈতালিকগণ,
মধুর ভৈরবী রাগে গাইছে বন্দনা,
আশীর্ব্বাদ প্রদানিছে ব্রাহ্মণ সকল।

"আক্রমিবে রাণীরাজ্য দুরন্ত মোগল,
গড়মণ্ডলের দীপ্ত স্বাধীনতা রবি,
যাবে অস্তাচলে চ'লে চিরকাল তরে"—
পথে, ঘাটে, মাঠে, হাটে, নগরে নগরে,
পশিয়াছে এ বারতা বিদ্যুতের বেগে।
"প'শেছে শার্দ্দূল এক গ্রামের মাঝারে"-
হেন বার্ত্তা শুনি, যথা গ্রামবাসিগণ,
হ'য়ে ব্যাকুলিত, বেগে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে
বাহিরায় গ্রাম হ'তে, সেই মত আজি
গড়রাজ্য প্রজাগণ ছুটিছে আবেগে।

মণ্ডল ছত্রিশগড়, সম্বলপুর,
দুর্জ্জয় সোহাগপুর আদি শত শত
প্রদেশ হইতে আজ কাতারে কাতারে,
রাজপুত প্রজাগণ রুদ্রমূর্ত্তি ধরি'
আসিছে সিংহলগড়ে। দুর্দ্দিনে যেমতি,
পূজিতে আরাধ্যাদেবী শান্তির কারণে,
ধায় ভকে তাঁর পানে মানব-নিকর,
সেইমত গড়রাজ্য প্রজাগণ আজি,
ছুটিছে রাণীর পাশে ব্যাকুল হৃদয়ে।
সুপ্ত দেশ যেন আজ উঠেছে জাগিয়া,
শতকণ্ঠ-ধ্বনি—"জয়রাণীজিকি জয়,"
উঠিছে সঘনে আজ গগন ভেদিয়া।

সমবেত প্রজাগণে সম্বোধিয়া তবে,
আরম্ভিলা রাণীমাতা কহিতে এবার :—
"পুত্রগণ, শুনিয়াছ সকল বারতা—
গড়রাজ্য-স্বাধীনতা-সূর্য্য এতদিনে,
গ্রাসিতে মোগল-রাহু সমুদ্যত আজ।
দিগ্বিজয়-মোহে মুগ্ধ হইয়ে মোগল,
দুর্জ্জয়, দুর্দ্ধর্ষ বলি' ভাবে আপনারে।

মদ-মত্ত-করী যথা গর্ব্বিত গরবে,
তথা দিল্লী-অধিপতি আপন গরবে,
ভাবিছেন আপনারে দুর্জ্জয় ভারতে।
গড়রাজ্যবাসী সবে আপনার মনে,
ভুঞ্জিতেছে স্বাধীনতা স্বাধীন দেশেতে।
পরপীড়া, পরদ্বেষ, করে না তাহারা,
পরের ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য হিংসে না কখন,
ক্ষুদ্র মধু-পোকা মত রচিয়া নিভৃতে
আপনার বাসস্থান, স্বাধীন ভাবেতে
করে তারা বিচরণ ; সরল, অমল
প্রাণ নিত্য তাহাদের শিশুর মতন,
সরল ভাবেতে করে জীবন যাপন,
হেন গড়রাজ্যবাসি স্বাধীনতা-ধন
কাড়িতে উদ্যত আজ নির্ম্মম মোগল।
নহি মোরা দোষী কোন মোগলের পাশে,
মোগলের সনে বাদ সাধিনি কখন,
কখনো অনিষ্ট চিন্তা করিনি তা'দের,
বিনা দোষে মাত্র এবে দিল্লী-অধিপতি
সাধিছেন বাদ শুধু আমাদের সনে

আজি দেশ-দেশান্তরে কোটি কণ্ঠে সবে
গায় আকবর-যশঃ মানব-নিকর,
আদর্শ ভূপতি বলি' হইতেছে খ্যাতি।
পুত্রগণ, এইবার লহ পরিচয়,
এইবার দেখিবেক জগতের প্রাণী,
আকবরের ন্যায়-দণ্ড কেমন উজ্জ্বল!
কিন্তু গড়রাজ্য আজ র'বে কি নীরবে?
কখনোনা—কখনোনা শোন পুত্রগণ!
ক্ষত্রিয় রাণীর যাহা কর্ত্তব্য এখন—
'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন'—
সাধিব তা' প্রাণপণে—প্রতিজ্ঞা আমার।
রাজার কর্ত্তব্য যাহা করিব আপনি,
প্রজার কর্ত্তব্য যদি থাকে তোমাদের;
কর তাহা প্রাণপণে যাহা মনে লয়,
রাজভক্তি, দেশভক্তি দেখাও আপন।"
নীরবিলা দুর্গাবতী রাণী-কুলমণি।
ছুটিল তাড়িত-বেগ প্রজাগণ-দেহে,
সমর-পিপাসা হৃদে জাগিল সবার,
নবীন উৎসাহে সব হ'ল মাতোয়ারা।

শতকণ্ঠে তবে এবে গগন ভেদিয়া,
গাইল সকলে "জয় রাণীজিকি জয়।"
সে ধ্বনির প্রতিধ্বনি গড়রাজ্য ভরি'
হইল সঘনে ; দেশ জাগিল অমনি।
স্বধীর অধর মন্ত্রী তবে এইবার,
সম্বোধি, রাণীরে ধীরে লাগিলা কহিতে :
"ক্ষম রাণি, ক্ষম দাসে সন্তান বলিয়া,
ধৃষ্ট বা বাতুল যাহা অভিরুচি হয়
বলিও অধমে, তা'তে নাহি ক্ষেদ মোর।
রাজপুত-কুলে জন্ম আমারো হে মাতঃ,
রাজপুত কুল-ধর্ম্ম আছি সব জ্ঞাত।
ও পদের সেবা দাস করিছে নিয়ত,
স্নেহ করি' মন্ত্রী বলি' কর সম্বোধন,
পুত্রের সমান নিত্য করিছ পালন।
বিপক্ষের আক্রমণ হ'তে দেশ-রক্ষা
হয় রাজধর্ম্ম ; কিন্তু জিজ্ঞাসি জননি,
অসম প্রবলতম শক্রর সহিত,
জানিয়া শুনিয়া মাতঃ, বিপক্ষতা ক'রে
প্রজাক্ষয় করা কিগো বটে রাজধর্ম্ম ?

প্রবলে দুর্ব্বলে ভবে শত্রুতা কখন
সাজে নাই কোন দিন, সাজে না কখন।
একবার পরিণাম করহ চিন্তন,
ভবিষ্যৎ ফলাফল করহ বিচার।
স্বাধীনতা-রক্ষা যথা বটে রাজধর্ম্ম,
প্রজাক্ষয় নিবারণ নহে কি তেমন?
কাড়িয়া লইয়া তব রাজ-সিংহাসন,
দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ করিবে সকলে—
আকবরের প্রাণে হেন নাহি নীচভাব।
মিত্রতায় বদ্ধ হ'লে মোগলের সনে,
সবদিক পায় রক্ষা, দেখ মা ভাবিয়া।"
"আরনা আরনা, মন্ত্রী ক্ষান্ত হও এবে,"
গর্জ্জিলা সরোষে তবে বীরনারায়ণ:—
"সয়েছি অনেক আর না পারি সহিতে,
ধৃষ্ট, কাপুরুষ-বাক্য অসহ্য এখন।
রাজপুত কুলগ্লানি, চিনেছি তোমায়,
দুগ্ধ দিয়ে কাল সর্পে-পুষেছেন মাতা।
শত্রুভয়ে ভীত হ'য়ে রাজপুত-রাণী,
বিপক্ষের সহ সন্ধি করিবেক হেলে—

হেন অসম্ভব কথা কহিতে তোমার
হ'ল না কি দ্বিধা প্রাণে? ধিক্, ধিক্, ধিক্!
শতবার ধিক্ তোমা শোনহে অধর!
গড়মণ্ডলের মন্ত্রী তুমি কি হে সেই,
যা'র বাহু-বুদ্ধি-বলে যশস্বিনী রাণী?
না না বুঝিলাম আজ, রাজপুতকুলে
জন্ম হয় নাই তব, চণ্ডাল-অধম।
আবার, আবার বলি শোন কাপুরুষ,
এস্থান হইতে ত্বরা করহ প্রস্থান।
যতদিন এই ভুজে থাকিবেক বল,
ততদিন কখনও বীরনারায়ণ,
দ্বিতীয় সহায় রণে না মাগিবে আর।
সাজ সবে রণরঙ্গে সাজ সেনাগণ,
সাজ গড়মণ্ডলের বাল, বৃদ্ধ, যুবা!
দেশের সন্তান যদি হওরে সকলে,
শাসহ মোগলে আজি যথা শক্তি যা'র।
বীরপদভরে আর বীর-হুহুঙ্কারে
ডুবাও জলধি-গর্ভে মোগল-গরব,

জঘন্য জিগীষা-বৃত্তি দিল্লী-ভূপতির
ঘুচাও এবার সবে নিজ ভুজবলে।
আবার, আবার কহি গড়রাজ্যবাসী,
শোণিত-লহরী আজি জাগাও শিরায়,
দেহের জড়তা নাশি' হও হে প্রস্তুত,
দণ্ডিতে মোগলে সবে সমর-অঙ্গনে।
বিলম্বের প্রয়োজন আর নাহি কভু,
যাও সবে অবিলম্বে সাজহ সমরে।"
"জয় রাণীমার জয়, জয় কুমারের"
ধ্বনিয়া ছুটিল তবে গড়রাজ্যবাসী,
উৎসাহে মাতিয়া তবে হইল প্রস্তুত,
ঝাঁপ দিতে রণার্ণবে দেশের কারণে।
ভঙ্গ করি' দরবার কুমারের সহ,
মন্ত্রণা-আলয়ে রাণী করিলা প্রস্থান।

অষ্টম সর্গ

না পোহা'তে বিভাবরী, সিংহলগড়ের
চারিদিকে থানা দিল মোগল-বাহিনী,
পর্ব্বত-শিখর আর গিরি-উপত্যকা,
গুহা, বন, নদীতট ছাইল সকল।
পঙ্গপাল যথা ঘেরে ঘাট, মাঠ, তট,
তথা মোগলের সেনা ঘেরিয়াছে দেশ।
যামিনীর নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া প্রত্যূষে,
সেনাগণ-কোলাহল জাগাইল দেশ।
চমকিল গড়রাজ্য-দেশের নিবাসী,
ডমরুর রবে যথা চমকে ভুজগ।
বাজিল সমর-ভেরী সিংহলগড়েতে
বাহিরিল দেশবাসী যোদ্ধৃসাজে সেজে।
অশ্বারোহী, পদাতিক, আমুক্ত, বর্ম্মিত,
কৃতহস্ত, অসিহেতি, কাণ্ডীর, শাক্তিক,—
অগণন সেনাগণ বাহিরিল বেগে।

প্রক্ষ্বেড়ন, কৌক্ষেয়ক, দ্রুঘণ, লিপ্তক,
ভিন্দিপাল, পরশ্বধ, পরিঘ, সর্ব্বলা—
বিবিধ আয়ুধ নিয়ে ধাইল সকলে।
সুবৃহৎ আগ্নেয়াস্ত্র শকটে শকটে,
সুদক্ষ সৈনিকগণ নিতেছে বহিয়া।
গজের বৃংহণে, আর অশ্ব-হ্রেষারবে,
অস্ত্র-ঝনৎকার আর সৈন্য-কোলাহলে
বিধূনিল দশদিক্, ভীত হ'ল জীব,
বধির হইল যেন শ্রবণ সবার।

চতুরঙ্গ সেনা নিয়ে বাহিরিলা বেগে
গড়মণ্ডলের মন্ত্রী সুধীর অধর।
যোদ্ধৃবেশ-পরিহিত আজি মন্ত্রিবর,
বিবিধ আয়ুধে ঢাকা বীর-অঙ্গখানি।
প্রশান্ত সাগর হয় অশান্ত বিষম,
বহে যবে ঝঞ্ঝাবাত তাহার উপর;
সেইরূপ ধীর স্থির অধর ধীমান,
ধরিয়াছে উগ্রমূর্ত্তি কর্ত্তব্য পালনে।
শোণিত লহরী আজি জেগেছে শিরায়,
নাচিছে ধমনী সব রণবাদ্য-ভরে।

প্রাণ-পরিজন-মায়া গিয়াছে চলিয়া,
প্রভুভক্ত মন্ত্রী ব্যস্ত প্রভুর কারণে।
রাজভক্তি, প্রভুভক্তি শিখাইতে সবে,
ধাইছে,অধর রণে সকলের আগে।
তাহার পশ্চাতে বীর বীরনারায়ণ,
দেব-সেনাপতি শূর ষড়ানন প্রায়—
বাহিরিলা বেগভরে রুদ্রমূর্ত্তি ধরি'।
তপনের অগ্রে যথা অরুণ-উদয়,
তথা রাণী-অগ্রদেশে ধাইলা কুমার।
তরুণ অরুণ নভে উদিলে যেমতি,
পুলকে ভূলোক-প্রাণী হয় মাতোয়ার,
ভাসে দশদিক্ সেই নবীন আলোকে,
তেমতি কুমারে হেরি, গড়-সেনাগণ,
নবীন উৎসাহে এবে হ'ল উৎসাহিত।
আকর্ণ-বিস্তৃত সেই দীপ্ত নেত্রদ্বয়,
বীরত্ব-ব্যঞ্জক সেই বদন-মণ্ডল,
উৎসাহিছে সেনাগণে, মাতাইছে সবে
ঝাঁপ দিতে রণার্ণবে ভুলিয়া সকল।

সর্ব্বশেষে গজপৃষ্ঠে গজেন্দ্র-গামিনী
বাহিরিলা রাণী নিজে জগদ্ধাত্রী-বেশে।
রতন-খচিত শুভ্র বীর-পরিচ্ছদে,
ঢেকেছেন দুর্গাবতী চারু অঙ্গখানি।
সারসনে কটিতট আঁটিয়া যতনে
বেঁধেছেন তা'র সনে স্বর্ণ-অসি-কোষ।
ঢাকিয়া ফলকে পীন পয়োধরদ্বয়,
বেঁধেছেন পৃষ্ঠে রাণী স্বর্ণময় তূণ,
কামিনীর কমনীয় সুকোমল দেহ,
অস্ত্র-শস্ত্র, যুদ্ধ-সাজে হ'য়েছে আবৃত,
ফুল্ল সরোজিনী যথা কণ্টক মাঝারে।
বীরমদে বীরাঙ্গনা বাহিরিলা বেগে,
দানব-দলনী যেন নাশিতে দানবে।
মাতৃরূপা রাণীমূর্ত্তি হেরিয়া পশ্চাতে,
নমি' শিরঃ যোদ্ধৃগণ বন্দিল তাঁহারে।
গজপৃষ্ঠে বীরাঙ্গনা রাণীর মূরতি,
দেবী জগদ্ধাত্রীরূপে শোভিছে পশ্চাতে—
গড়মণ্ডলের হেন দুর্দ্দিন দেখিয়া,

নরের আরাধ্য দেবী জগদ্ধাত্রী যেন,
আপন মূর্ত্তিতে দেখা দিলেন সবারে।
"রাণীমা'র জয়, জয় রাণীজির জয়"—
শতকণ্ঠে যোদ্ধৃগণ ধ্বনিল অমনি।
সে ধ্বনির প্রতিধ্বনি ধ্বনি' চারিভিতে,
উঠিল অম্বরপথে, কাঁপিল বসুধা।
হুঙ্কারিল মোগলের অগণিত সেনা,
রণোন্মাদে মত্ত হ'য়ে ধাইল অমনি,
উন্মত্ত পতঙ্গ যথা অনল দর্শনে।
রণরঙ্গে মত্ত চারু তুরঙ্গম 'পর,
চতুরঙ্গ-সেনামাঝে অনঙ্গ-মূরতি—
সেনাপতি আসফর্খা আইলা এবার,
অশ্বোপরি মবারক পার্শ্বেতে তাঁহার—
অশ্বিনীকুমারদ্বয় যেন রণস্থলে।
হেরি' দূরে গজপৃষ্ঠে রাণীর মূরতি,
কহিলা আপন মনে আসফ তখন:—
"মরি মরি কিবা রূপ আহা মরি মরি!
মোগলের অবরোধে রূপের ফোয়ারা
ফোটেকত নিশিদিনে চিত্ত বিনোদিয়া

জ্বলন্ত রূপের ছবি হাসে গায় কত,
হেরিয়াছি কতদিন কল্পনার বলে,
স্থির সৌদামিনী-মূর্ত্তি গগনমণ্ডলে,
মানস-মন্দিরে নিজে গড়িয়াছি কত
রূপের প্রতিমারাশি যৌবন-স্বপনে,
ভূতল-অপ্সরা কত মোগল-প্রাসাদে
হেরিয়াছি বসন্তের জোছনায় মাখা,
প্রিয়ার বদনকান্তি নিশি-অন্ধকারে,
হেরিয়াছি কত দিন দীপ-শিখামুখে,
কিন্তু সব পরাজিত এরূপের পাশে,
রূপ যেন মূর্ত্তিমতী সম্মুখেতে আজ।
কোমল শিরীষ আর বসোরা গোলাপ,
বিকচ কমল, সব পরাজিত আজ।
বাসন্তী-কৌমুদীরাশি ছাঁকি' বস্ত্রজালে,
ও বরাঙ্গে ধাতা যেন দিয়াছে মাখিয়া।
আর সেই ভাগ্যবান যৌবন আবার,
ওই রূপে ডুবি' যেন আছে স্থির হয়ে।"
রাণী-রূপে তন্ময় হেরিয়া আসফে,
হাসি' মবারক তবে লাগিলা কহিতে :—

"সেনাপতি, আগে জিনি' মানব-সমর,
পশ্চাৎ হইও ব্রতী মন্মথের রণে।
না জিনিতে এক রণ ধাও অন্য রণে,
এ কেমন শিক্ষা তব নারিনু বুঝিতে।"
ভাঙ্গিল মোহের ঘোর, হইলা লজ্জিত
তবে সেনাপতি এবে। বাজিল অমনি,
তূর্য্যনাদে রণরঙ্গে সমরের ভেরী,
নাচিল বীরের হিয়া, নাচিল ধমনী।
সমর-সাগরে তবে উঠিল লহরী,
ভৈরব নিনাদে এবে পূরিল মেদিনী।
দর্শন-শ্রবণ-পথ রুদ্ধ হ'ল সব,
জগতের আজি যেন প্রলয়ের দিন।
গর্জ্জিলা সমরে তবে সুমন্ত্রী অধর :—
"গড়মণ্ডলের বাসী প্রজা সৈন্যগণ,
শান্তিপ্রিয় মন্ত্রিরূপে হেরিয়াছ যারে
এতকাল, হের তা'রে সেনাপতি-সাজে।
সেইদিন দরবারে শুনিয়াছ যা'র
করুণ রোদন, শোন আজি বাণী তা'র

কর্ত্তব্যের দাস মোরা বটি চিরকাল,
কর্ত্তব্য-পালন-মন্ত্রে দীক্ষিত সতত।
মন্ত্রি-রূপে যথাশক্তি কর্ত্তব্য আপন
পালিয়াছি এতদিন, এবে রণক্ষেত্রে
সৈনিক-কর্ত্তব্য যাহা করিব পালন।
ভু'লে যাও অধরের পূর্ব্ববাক্য সব,
উপস্থিত কর্ত্তব্যেতে হও সবে ব্রতী।
তোমরা হে আর্য্যসুত বিখ্যাত জগতে,
আর্য্যের কর্ত্তব্য সবে করহ পালন,
রাজভক্তি, প্রভুভক্তি দেখাও আপন।
"মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন—"
করি' স্থির মনে ইহা, হও অগ্রসর।
রাজপুত-বংশধর তোমরা সকলে,
সে' নামের সার্থকতা কর সম্পাদন।
মোগল-দলন-মন্ত্রে হইয়ে দীক্ষিত,
দেখাও বীরত্ব সব আপন আপন।
হেরি' মাতৃমূর্ত্তি ওই পশ্চাতে সবার,
হও সবে আগুয়ান দ্বিগুণ উল্লাসে।

আজি যদি এই রণে হও পরাজিত,
কিসে দেখাইবে মুখ ক্ষত্রিয়-সমাজে ?
রাজপুত আপনার প্রাণের মমতা,
করে নাই কোন কালে করে না এখন ;
তেঁই কহি সেনাগণ দেশ-রক্ষা তরে
কর দণ্ড মোগলেরে আজি সমুচিত।"
বীরেন্দ্র-নন্দন বীর বীরনারায়ণ,
সিংহী-জননীর পাশে সিংহ-পুত্র-সম,
সম্বোধিয়া সেনাগণে বীর-গর্ব্বভরে,
নিষ্কাশিত অসি করে লাগিলা কহিতে :—
"গড়রাজ্যবাসী, আজ শোন মম বাণী
রাজভক্তি, দেশভক্তি, শৌর্য্য, বীর্য্য সব,
যাহার গৌরবে সবে বিখ্যাত ভারতে—
আজি কিন্তু সকলের পরীক্ষার দিন।
এই রণক্ষেত্রে আজি ভাগ্য-চিত্রপটে
যা' হবে অঙ্কিত, তাহা জানিও নিশ্চয়,
মুছিবেনা কোন কালে জন্মজন্মান্তরে,
চিরকলঙ্কের ডালি বহিবে মাথায়।

বীরের সন্তান সবে বীর-অবতার,
বীরাঙ্গনা-গর্ভে সবে লভেছ জনম,
বীরভূমে হইয়াছ বর্দ্ধিত সবাই।
সে সবের সার্থকতা কর সম্পাদন।
নশ্বর মানব-দেহ জানহ সকলে,
জন্মিলে মরিতে হবে ধ্রুব একদিন,
ত্যজিলে পরাণ এই সমর-অঙ্গনে
ইহ লাভ কীৰ্ত্তি, পরকালে স্বর্গবাস।
গড়রাজ্য-স্বাধীনতা-সূর্য্য এতদিনে
গ্রাসিতে মোগল-রাহু হ'য়েছে উদ্যত,
মোগল-সকাশে মোরা নহি কোন দোষী,
বিনা অপরাধে তা'রা শুধু সাধে বাদ ?
দুর্নিবার দিগ্বিজয়-লালসার বশে,
করিয়াছে আক্রমণ তা'রা এই দেশ।
এ হেন দাম্ভিকে আজি শিক্ষা সমুচিত,
দিবে নাকি এইবার গড়রাজ্যবাসী !
বীরগণ, বাক্য-ব্যয়ে নাহি প্রয়োজন,
হও সবে অগ্রসর কর্ত্তব্যে আপন।"

"জয় দুর্গাবতী জয়, জয় কুমারের"
হুঙ্কারিয়া সেনাগণ হ'ল অগ্রসর।

বাজিল তুমুল রণ। ঘন তোপধ্বনি,
কোদণ্ড-টঙ্কার, অসিঘাত-প্রতিঘাত,
তা'র সনে সেনাদের হুহুঙ্কার ধ্বনি,
আর-অশ্ব হ্রেষারব, গজের বৃংহণ—
মিলি' এসকল, এক রোল ভয়ঙ্কর,
উঠিল অম্বর-পথে, ছাইয়া চৌদিক্।
কাঁপিল মেদিনী যেন বীর-পদভরে,
স্তম্ভিত ব্রহ্মাণ্ড হ'ল হুহুঙ্কার রবে।
শাখি-শিরে বসি' পাখী গণিয়া প্রমাদ,
কুলায়ে লুকা'ল কেহ, কেহ বা কোটরে,
মাঠ হ'তে ধেনুগণ হাম্বা হাম্বা রবে,
ছুটিল সবেগে এবে গৃহস্থ-পল্লীতে,
কাঁকালে কলসী নিয়ে কুলের কামিনী,
গজেন্দ্রগামিনী হ'ল বাজীন্দ্রগামিনী,
সুপ্ত শিশুগণ ভয়ে উঠিল কাঁদিয়া,
ভীত চিত হ'ল সব পৃথিবীর জীব;

জগতের আজি যেন প্রলয়ের দিন,
'কি হয় কি হয়'—সবে গণিল প্রমাদ।
অস্থিরা বিজয়-লক্ষ্মী না পায় আশ্রয়,—
এই মোগলের, এই রাজপুত-পাশে,
চঞ্চলা কমলা খেলা করিছে এভাবে,
বিষম আশঙ্কা জাগে সবার হৃদয়ে।
মোগলের অগণিত সেনা, তার পাশে
অতি তুচ্ছ গড়রাজ্য-সেনাগণ-বল।
কিন্তু মোগলেরা যুঝে প্রভুর কারণে,
(আর॰) গড়রাজ্যবাসী মত্ত দেশ-রক্ষা তরে।
উত্তাল তরঙ্গমালা বারিধির যথা
ভীম বেগে গিরি-গাত্র করি আক্রমণ,
ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে পড়ে চারিদিকে হায়,
তথা মোগলের সেনা ক্রমে দুইবার,
পরাজিত হয়ে গড়-সেনাদল-পাশে,
ছত্রভঙ্গ হ'য়ে গেল আপনা আপনি।
দুইবার দুর্গাবতী লভিলা বিজয়,
"রাণীজির জয়" রবে পূরিল মেদিনী।

অস্ত গেল অংশুমালী পশ্চিম গগনে,
আইল ত্রিযামা তবে ল'য়ে অন্ধকার।
গড়রাজ্য-ভবিষ্যৎ গণিয়া ভাস্কর,
অস্তাচল গুহালম্বী হইলা দুঃখেতে।
গড়-সেনাদল এবে বিশ্রাম-বাসনা
প্রকাশিল রাণী-পাশে ; কেহবা আবার
সাধিবারে প্রেতকার্য্য করিল প্রার্থনা ;
যুদ্ধের বিরাম হেন যাচিল সবাই।
উত্তরিল রাণী : "শোন প্রিয় পুত্রগণ,
আর্য্যের কর্ত্তব্য আজি ক'রেছ সাধন,
কিন্তু এখনও বহু রহিয়াছে বাকী।
মোগলের সেনা আজ যদিও দু'বার
হইয়াছে পরাজিত, তথাপি তাহারা
যায় নাই ছাড়ি দেশ, ত্যজে নাই আশা।
রোগ-শেষ, শত্রু-শেষ, ঋণ-শেষ কভু
রাখিবে না প্রাণপণে—সুধীবাক্য এই !
তেঁই কহি বীরগণ, শোন কথা মম,—
রাজভক্তি, দেশভক্তি আপন আপন,

দেখায়েছ সমুচিত আজিকার রণে,
বীরপণা তোমাদের বাখানি বিশেষ।
কিন্তু অল্প হেতু কভু হারা' ও না বহু,
ইহাই আমার আজি শেষ উপদেশ।
সঞ্চারিয়া শক্তি এবে চল সবে পুনঃ,
এ নিশীথে আক্রমিগে মোগল-বাহিনী;
তাড়াইয়া দেশ হ'তে ঘোর শত্রুদলে,
লভিব বিশ্রাম সুখ আপনার মনে।
বিশ্রামের দিন ভবে আসিবেক বহু,
কিন্তু যদি তোমাদের নিজ কর্ম্ম-দোষে
হারাও সে মহারত্ন স্বাধীনতা-ধন,
দগ্ধ হবে পরিতাপে জীবন-ভরিয়া।
বিকার-আক্রান্ত রোগী যথা ফেলে ঠেলে
মহৌষধিরাজি ঘোর বিকারের বশে,
তথা রাণীমা'র সেই উপদেশবাণী
হইল কেবল মাত্র অরণ্যে রোদন!
গ্রহদোষে সকলেই বিশ্রাম কারণে
হইলেক উদগ্রীব। ভাবিল সকলে—
"দুইবার পরাজিত মোগল-বাহিনী,

হইয়াছে ছিন্ন ভিন্ন, হত বহু প্রাণ,
আর তা'রা নাহি হবে সাহসী কখন
দাঁড়াতে বিপক্ষ হ'য়ে রজনী-আঁধারে।"
"জয় কালে নাহি ক্ষয়, মরণের কালে
নাহিক ঔষধি"—ইহা দেশবাক্য চির।
গড়মণ্ডলের আজ ভাগ্য-বিপর্য্যয়,
তাই হেন বুদ্ধি আজ ঘটিল সবার।
"দশচক্রে ভগবান্ ভূত," দুর্গাবতী
আজি সাজিলেন তাই, আগ্রহে সবার,
রাত্রির বিশ্রাম আজ্ঞা দিলেন ঠেকিয়া।
ভাগ্যলক্ষ্মী অন্তরীক্ষে করিল প্রস্থান।

নবম সর্গ

চিন্তায় আকুল এবে মোগল-শিবিরে
সেনাপতি আসফখাঁ। বিমলিন মুখ,
করতলে সুবিন্যস্ত করিয়া কপোল,
ভাবিছেন সেনাপতি কি হ'বে উপায়।
পার্শ্বে উপবিষ্ট ধীর-সুধী-মবারক,
আসফের একমাত্র বিপদ-বান্ধব।
কতক্ষণে সেনাপতি লাগিলা কহিতে :—
"মবারক, সুধীবর, না জানিয়া, তোমা'
কহিয়াছি মন্দ কত নিন্দিয়াছি কত!
বুঝিলাম এবে তুমি বিশ্বাসী পরম,
প্রকৃত মোগল-হিতে ব্যস্ত তব প্রাণ।
না জানিয়া না বুঝিয়া আশীবিষাবাসে
করিয়াছি হস্তক্ষেপ। উপেক্ষিয়া তব
বন্ধূচিত উপদেশ প'ড়েছি সঙ্কটে।
কামিনীর কমনীয় সুকোমল দেহে,
এত তেজঃ, শৌর্য্য, বীর্য্য—স্বপন-অতীত!

বিস্ময় মেনেছে মনঃ, কল্পনায় যাহা
গড়ি নাই কোন কালে—হেরিলাম তাই।
দোর্দ্দণ্ড মোগলসিংহ আক্বরশাহের
সেনাপতি হয়ে, দিনু ডালি যশোরাশি
নারীর চরণে? ছি ছি মরিনু লজ্জায়!
কিসে দেখাইব মুখ মোগল দর্ব্বারে?
মবারক, কহ এবে কি হ'বে উপায়,
কিসে আজি মানরক্ষা হ'বে মোগলের?"
ধীরে আরম্ভিলা তবে সুধী মবারক:—
"সেনাপতি, মহাপ্রাজ্ঞ বীর্য্যবান্ তুমি,
বিপদে অধীর ভাব সাজেনা তোমার।
পূর্ব্ব কথা ভুলে যাও এখন সকল,
উপস্থিত করণীয় করহ সুস্থির।
তখন অধম-বাক্য করিলে বিচার,
আসিতে না এত ত্বরা গড় আক্রমিতে।
আলোচিয়া সে সকল নাহি কোন ফল,
কিসে বাঁচে যশোমান দেখহ এখন।
ধীর স্থির চিতে এবে যোদ্ধৃগণ সহ
যেবা যুক্তি উপযুক্ত করহ চিন্তন—"

"চিন্তাযুক্তি আর কিছু নাহিক আমার,"
বাধা দিয়া উতরিলা তবে সেনাপতি :—
"নাহি দেখি পথ আজ এ বিপত্তি কালে,
গেল মান, গেল যশঃ, বীর্য্য-শৌর্য্য সব,
যাহা হয় সুবিধান কর মবারক,
পূর্ব্ব কথা তুলি' আর দিওনা শরম।
ছলনা চাতুরী আদি যে কোন উপায়ে
কর রক্ষা মান, ভুলে যাও ধর্ম্মাধর্ম্ম।"
উতরিলা মবারক :– "শোন সেনাপতি,
ন্যায়পথভ্রষ্ট হ'লে বাদশাহ-নামে,
পড়িবে কলঙ্ক। কিন্তু আজ নিরুপায়!
ন্যায়-যুদ্ধে নাহি হ'বে কোন ফল আর।
গড়-সেনাগণ এবে লভিছে বিরাম,
রণজয়ে ভাসে তা'রা আনন্দ-সাগরে।
লয়ে সেনাদল এই নিশীথ সময়ে,
দ্বিগুণ উৎসাহে কর শত্রু আক্রমণ।
এই মাত্র যুক্তি এবে, ইহাই সুযোগ,
অবিলম্বে হও ব্রতী কার্য্যেতে এখন।"

"উত্তম প্রস্তাব," গর্জ্জিলা আসফ তবে :-
"মবারক ধন্য তব বুদ্ধির কৌশল।
বিলম্বের প্রয়োজন নাহি কোন আর,
সেনাগণ, বীরগণ, সাজহ এবার ;
শান্তি-সুখ, নিদ্রা সব কর পরিত্যাগ,
লইলে কলঙ্ক-ডালি চিরকাল শিরে,
কি হইবে শান্তি-সুখ ভুঞ্জিয়া নীরবে ?
তেঁই কহি অলসতা কর পরিহার।
বীরবংশ-অবতংস তোমরা সকলে ।
বীরের কর্ত্তব্য এবে করহ সাধিত ।
শক্রনাশে ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহিক বিচার,
যে কোন প্রকারে শক্র শাসহ সকলে।"
গর্জ্জিল মোগল সেনা তবে পুনরায়,
বারিধির স্রোতঃ মত হ'ল প্রধাবিত।
ত্রিযামার নীরবতা ভাঙ্গি' অকস্মাৎ
ধাইল সেনার দল শক্র বিনাশিতে।
বাজিল সমর ভেরী-গভীর নিশীথে,
চমকিল ভূতলের প্রাণিগণ তবে।

গড়সৈন্য-শিবিরেতে পশিল সে নাদ,
ভাঙ্গিল ঘুমের ঘোর, চমকিল সবে।
নিরাতঙ্কে সবে ছিল লভিতে বিশ্রাম,
বিষম আতঙ্ক এবে ঘেরিল চৌদিক।
অস্থিরতা, কোলাহল শিবির ভরিয়া
লাগিল চলিতে ; সবে গণিল প্রমাদ।
রাণীমার উপদেশ হৃদয়ে স্মরিয়া
সকলেই লাগিলেক করিতে ধিক্কার।
কিন্তু বৃথা সে সকল ; ব্যস্ত হ'ল সবে
করিতে কর্ত্তব্য স্থির আপন আপন।
আর রাণী দুর্গাবতী ? শান্তি কোথা তাঁর ?
আদেশিয়া সৈন্যগণে বিশ্রামের তরে,
নিজে রাণী জাগরূক ছিলেন সতত।
শুনি' বিপক্ষের রব রণসাজে গজে,
বাহিরিলা ক্ষিপ্র-বেগে রাণী দুর্গাবতী।
বুঝিলা সকল রাণী, গণিলা প্রমাদ,
কিন্তু মনোভাব রাখি' গুপ্ত হৃদি মাঝে,
যথাশক্তি সেনাদল সংগৃহীত করি,'
ধাইলা অরাতি রাণী প্রতিবিধিৎসিতে।

ক্রমে চারিদিক্ হ'তে গড়-সেনাগণ
ধাইল পশ্চাতে। কিন্তু সব ছত্রভঙ্গ!
নিশি অন্ধকারে আর সুষুপ্তির ঘোরে,
বিশৃঙ্খল ভাব সব ঘটিল চৌদিকে।
তাই আকস্মিক সেই শত্রু-আক্রমণে
বহুতর গড়সেনা হারাইল প্রাণ;
বিভীষণ কোলাহল উঠিল চৌদিকে।
নিশীথে গৃহস্থ-বাস দস্যু আক্রমিলে,
যে দশা সেথায় হয়, সে দশা এখন,
হইয়াছে গড়সেনা-শিবিরে সকল,
ক্রমেই ভীষণ ভাব ধরিছে চৌদিক্।
দুখের রজনী যেন হয়না প্রভাত,
দীর্ঘ হ'তে দীর্ঘতর মনে যেন হয়।
ভাতিল পূরব নভে তবে ধীরে ধীরে,
আশার আলোক সম অরুণ-আলোক।
প্রভাত-আলোকে রাণী নেহারিলা এবে,
বহু গড়সেনা রণে ত্যজিয়াছে প্রাণ,
ছত্রভঙ্গ হয়ে গে'ছে অনেক আঁধারে;

সামান্য কতক যোদ্ধামাত্র রণ-ক্ষেত্রে,
বুঝিছে কুমার আর রাণীর সহিত ;
ভাবী ফলাফল সব বুঝিলেন রাণী।
সম্বোধিয়া সেনাগণে তবে এইবার,
আরম্ভিলা কহিবারে কীর্ত্তি-সিংহাত্মজা :—
"প্রাণাধিক গড়সেনা, শোনহ সকলে,
প্রাণ দিয়ে দেশরক্ষা করিব সকলে।
ম'রে কি মারিয়ে শত্রু রক্ষিব গৌরব,
জীবন পর্য্যন্ত পণ আজি সকলের।
আজিকার রণে যদি হই পরাজিত,
কি ফল ধারণে এই কলঙ্কিত দেহ ?
বিজয়ে লভিব মান, অথবা মরণে
লভিব অক্ষয় স্বর্গধ্রুব পরকালে,
তবে আর কেন ভয় মরণের তরে ?
নশ্বর মানবদেহ, কিন্তু আত্মা তা'র
অজর-অমর, ধ্বংস নাই কোন কালে।
ক্ষত্রিয়-সন্তান সবে বীর-অবতার,
যশোগীতি গায় যা'র সমস্ত জগৎ—

সে নামেতে করিওনা কলঙ্ক লেপন,
বংশের গৌরব যেন রহেক অটুট।
গড়মণ্ডলের যত বাল-বৃদ্ধ-যুবা, –
সকলের ভবিষ্যৎ, দেশের গৌরব,
সব ন্যস্ত বটে আজি তোমাদের' পরে;
রেখো মনে এই কথা নিত্য জাগরূক।
রাজ্য, রাজকর্ম্মচারী, সেনা সমুদয়,
সকলি প্রজার দাস কর্ত্তব্য-বন্ধনে।
সে কর্ত্তব্য-পথচ্যুত হয়োনা কখন,
প্রাণপণে কর যত্ন কর্ত্তব্য পালনে।
জাগাও রক্তের বিন্দু শিরায় শিরায়,
নাচাও ধমনী সব বীর-তেজোভরে,
দেখাও দেখাও আজি জগতের জনে
কিরূপে কর্ত্তব্য পালে আর্য্যের কুমার।"

বিদ্যুতের গতি সেই সতী বাক্যরাজি,
উৎসাহে মাতা'ল সব সৈনিক-হৃদয়।
মরণের ভয় এবে গেল চলি' দূরে,
রাজ-ভক্তি, প্রভু-ভক্তি জাগিল হৃদয়ে,

আবার আবার এবে করিল গর্জ্জন,
আবার সকলে রণে হ'ল আগুয়ান।
মোগলের সেনাপতি আসফ এবার
গর্জ্জিলা সমরাঙ্গনে ঃ—"দিল্লী-সেনাগণ,
সহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য, বল, এই রণ-ক্ষেত্রে
দেখায়েছ যথোচিত। দেখায়েছ সবে,
কিরূপে প্রভুর তরে যোঝে মোগলেরা।
সাধিয়াছ বহু, অল্প রহিয়াছে বাকী,
কাটিয়া খনির মাটি কে কোথায় ভবে
রত্ন-ত্যজি' চ'লে যায় মাখি' মাটি গায় ?
তেঁই কহি সেনাগণ, জাগ এইবার,
সাহসে বাঁধিয়া হিয়া হও অগ্রসর।
অকলঙ্ক আকবর নামেতে কখন,
ঢেলোনা কলঙ্করাশি চিরকাল তরে।
হও অগ্রসর সবে বীর হুহুঙ্কারে
দম শত্রু-দলে এবে দুর্দ্দম প্রতাপে।"
"জয় দিল্লীশের জয়"—ধ্বনি' উচ্চৈঃস্বরে
আরম্ভিল ঘোর রণ মোগল-সেনানী।

ভীষণ তর্জ্জন করি বীর নারায়ণ
হ'ল অগ্রসর তবে। গর্জ্জিলা কুমার :—
"যোদ্ধৃগণ, কি দেখিছ আর বল সবে,
কর সবে প্রাণপণ, যায় যাবে প্রাণ,
বধ বধ সবে ওই অরাতি-নিকরে.
ধাও ধাও সবে এবে দ্বিগুণ উৎসাহে।"
অকস্মাৎ শক্রশরে মূর্চ্ছিত হইয়া;
পড়িলা ভূতলে বীর বীর-নারায়ণ,
হাহাকার ধ্বনি এবে উঠিল চৌদিকে।
চাহিয়া দেখিলা রাণী দুর্গাবতী তবে,
একমাত্র পুত্র-দেহ লুণ্ঠিত ভূতলে,
রক্তের প্রবাহে ভাসে চারু-অঙ্গ খানি ;
কিন্তু রাণী দুর্গাবতী অটল অচল,
গিরি যথা সহে ধীরে ঝটিকা-আঘাত।
অনুচরগণে রাণী করিলা আদেশ,
লইয়া কুমার-দেহ যাইতে শিবিরে।
অহো এই কিগো বটে মায়ের পরাণ !
কিন্তু রাণী ব্যস্ত নিজ কর্ত্তব্য পালনে।

"জয় রাণীমার জয়"—ধ্বনি' অকস্মাৎ
রাণীর সম্মুখে এক যোদ্ধা সকাতরে
ত্যজিল পরাণ। ক্ষণ কাঁপিল হৃদয় ;
কহিলা কাতরে রাণী :—"ওলো ধন্যা কই
প্রিয়-সহচরী লীলা শৈশব-সঙ্গিনী,
প্রভুত্ব সখীত্ব মোর ধন্য হ'ল আজ!
কোমল-বিমল-প্রাণা এই কি সে লীলা ?
বিস্ময় মানিল মনঃ হেন দৃশ্য হেরি।
ধন্য লীলা' ধন্য তুই এ মহীমণ্ডলে,
তোর পুণ্যস্মৃতি নিয়ে মরিব সুখেতে।"
এ একে একে ফুরাইছে রাণীর ভরসা।
নিশা-শেষে তারাদল যথা একে একে,
ধীরে ধীরে অস্ত যায় গগনমণ্ডলে,
তথা গড়মণ্ডলের বীরেন্দ্র সকল,
একে একে হত হ'তে লাগিল সমরে।
বিজয়-বাসনা এবে ত্যজিলেন রাণী,
কিন্তু পলায়ন বাঞ্ছা না জাগিল হৃদে।
তখনও রাণী-মূর্ত্তি অটল অচল,

তখনও সেই অল্প অনুচর নিয়ে,
লাগিলা যুঝিতে রাণী সিংহীর বিক্রমে ;
শত্রু-পক্ষে বহু যোদ্ধা হইল নিহত।
গজেন্দ্র-গামিনী সতী গজ-পৃষ্ঠে থাকি,
জগদ্ধাত্রী-বেশে আজ যুঝিলা সমরে।
স্তম্ভিত ব্রহ্মাণ্ড হ'ল রাণী-বীর-তেজে,
বিস্ময় মানিল সব চরাচর প্রাণী।
কিন্তু বৃথা, বৃথা চেষ্টা হইল রাণীর,
একেবারে রাজ্যজন গেল রসাতলে।
অকস্মাৎ শত্রু-বাণে রাণীর নয়ন
হইলেক বিদ্ধ। কিন্তু হেলায় সে বাণ
করি উৎপাটিত রাণী লাগিলা যুঝিতে।
পুনঃ এক তীর বিদ্ধ হ'ল গ্রীবাদেশে,
পতিতা হইলা দেবী করি-পৃষ্ঠ 'পর ;
বড়ই কাতর রাণী হইলা এবার।
বীরাঙ্গনা বীর-দেহে সয়েছে অনেক,
আর কত সবে বল ? বহু শস্ত্রাঘাতে,
জর্জ্জরিত কলেবর হ'য়েছেন রাণী,
তাই এ আঘাতে দেবী হইলা কাতর।

সুবিশ্বস্ত পার্শ্বচর নিবেদিলা এবে ঃ—
"দেবি, আর কেন বল, হয়েছে প্রচুর !
এখনো সুযোগ আছে, করহ আদেশ—
ত্যজি' রণস্থল মোরা করিব প্রস্থান।"
সুপ্তসর্প যথা উঠে গরজিয়া রোষে,
শুনি' নর-পদ-ধ্বনি আপন শিয়রে,
তথা সে আহত রাণী উঠিলা গর্জ্জিয়া ঃ—
"পৃষ্ঠ প্রদর্শন এই রণস্থল হ'তে,
জীবিত দুর্গার কাণে পশিল এ কথা ?
পরাজিত হইয়াছি শক্রর সমরে,
যশোমানে পরাজিত হইনি কখন।
শোন বৎস, রাজ-ভক্তি দেখাও অন্তিমে,
কর খণ্ড শিরঃ মম কৃপাণে তোমার।
কি দেখিছ চাহি' ? কর আদেশ পালন,
রাজাজ্ঞায় অবহেলা ক'রনা কখন।"
গর্জ্জিলা আবার দেবী—"পারিলেনা ভীরু ?
রাজাজ্ঞায় নারীবধ নারিলে করিতে ?
বাখানি সাহস তোর বীর-চূড়ামণি !

গজপালকের অসি চক্ষের নিমিষে
লইয়া বিঁধিলা রাণী আপনার বুকে,
বীরাঙ্গনা-রক্ত-স্রোতে ভাসিল চৌদিক,
পড়িল রাণীর দেহ করি-পৃষ্ঠ,পর।
বাজিল দুন্দুভি স্বর্গে, দেবগণ মিলি'
অন্তরীক্ষে পুষ্প-বৃষ্টি করিল রাণীরে।
গেলা চলি' স্বর্গে রাণী ত্যজি' নরদেহ,
কিন্তু সেই পুণ্যময়ী কীর্ত্তি-কাহিনীতে,
অমর করিল তাঁর নাম এ ধরায়।
ধন্য এ ভারত ভূমি ধন্য ত্রিভুবনে
এহেন রমণী-রত্ন-পদ-পরশনে।
যতদিন ভানু-শশী দীপিবে গগনে'
ততদিন গা'বে লোক আনন্দে ভাসিয়া
বীরাঙ্গনা-দুর্গাবতী-বীরত্ব-কাহিনী।

সম্পূর্ণ।

"আপনার" "কুরুক্ষেত্র-কলঙ্ক" কাব্য খানি সুন্দর হইয়াছে। চিরস্মরণীয় মধুসূদনের ছন্দের অনুকরণ বড় সহজ নহে, তথাপি আপনি সে ছন্দ রচনায় বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন, বিশেষতঃ আপনার ছন্দ অতি সরল ও সহজ, পড়িয়া পরমানন্দ লাভ করিয়াছি।"

বাঙ্গালার রেভিনিউ বোর্ডের ভূতপূর্ব্ব মেম্বার, বিলাতের ভারত কাউনসিলের মেম্বার, বাঙ্গালীর গৌরব, সুপ্রসিদ্ধ মাননীয় শ্রীযুক্ত কে, জি, গুপ্ত সি-এস্ মহাশয় বলেন :—

"উভয়ই ("কুরুক্ষেত্র-কলঙ্ক" এবং "বঙ্গের কলঙ্ক") অতি উচ্চ অঙ্গের গ্রন্থ। শব্দ বিন্যাস ও ছন্দ প্রীতিপ্রদ। আমি অতি আগ্রহের সহিত উভয় গ্রন্থ পাঠ করিয়াছি।" (ইংরেজীর অনুবাদ)

টাকীর বিখ্যাত জমীদার, স্বনামপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম-এ-বি-এল্ মহাশয় বলেন :—

"আমি পুস্তকখানি যতদূর পড়িয়াছি তাহাতেই উহার ভাষা ও রচনা-নৈপুণ্য দেখিয়া আনন্দানুভব করিয়াছি। গ্রন্থের বিষয়টি মহাভারতমূলক, সুতরাং সুপরিচিত হইলেও আপনার লিখন-কৌশলে "কুরুক্ষেত্র-কলঙ্ক" নূতন আকার ধারণ করিয়া সকলের চিত্তাকর্ষক হইবে সন্দেহ নাই।"

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইসচেন্সেলার ডাক্তার সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কে টি-এম এ-ডি-এল মহাশয় বলেন :—

"কাব্যখানি সুন্দর হইয়াছে।"

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব একটিং চিফ্ জষ্টিস্, বঙ্গের গৌরব সার্ চন্দ্রমাধব ঘোষ কে-টি মহাশয় বলেন :—

আপনার "কুরুক্ষেত্র-কলঙ্ক" কাব্য পাঠে বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছি। উক্ত পুস্তকে আপনার কবিতা-রচনাশক্তির বিশেষ পরিচয় হয়।

কলিকাতার ছোট আদালতের ভূতপূর্ব্ব জজ রায় লালগোপল সেন বাহাদুর বলেন :—

"আমি ইহা (কুরুক্ষেত্র-কলঙ্ক) পাঠ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি। ইহার রচনা ও বিষয় অতি সুন্দর হইয়াছে।" (ইংরেজীর অনুবাদ)

কলিকাতা রামবাগানের দত্তবংশীয় সাব জজ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র-কৃষ্ণ দত্ত বি-এল মহাশয় বলেন।

"তুমি যে এত সুন্দর লিখিতে পার তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। এমন কি, এইরূপ রচনায় একজন শ্রেষ্ঠ কবি ও যশস্বী হইতেন। তোমার এই প্রথম রচনা, তোমাকে বর্ত্তমান বঙ্গীয় শ্রেষ্ঠ কবিদিগের মধ্যে আসন দান করিবে।" (ইংরেজীর অনু-বাদ)।

"জীবন" ও "জলাঞ্জলি" এবং বিবিধ গ্রন্থ রচয়িতা শিক্ষা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ইনস্পেক্টার শ্রীযুক্ত বাবু অক্রুর চন্দ্র সেন বি-এ মহাশয় বলেন :—

"পুস্তকখানা সুন্দর হইয়াছে। লেখা সরল, স্থানে স্থানে কবি-কল্পনার মাধুর্য্য আছে। দ্বিতীয় সর্গে চিত্রদর্শনের অবতারণা

অভিনব। উহাতে পুস্তকের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছে। অভিমন্যুর যুদ্ধযাত্রা ও ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধ আপনি সুন্দর রূপেই বর্ণনা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। পুস্তকখানি পড়িয়া প্রীত হইলাম।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেকটার ও সুলেখক শ্রীযুক্ত বাবু দক্ষিণারঞ্জন ঘোষ বি-এ মহাশয় বলেন :—

আপনার "কুরুক্ষেত্র-কলঙ্ক" খানি উপাদেয় সামগ্রী হইয়াছে। যেমন রচনা-মাধুর্য্য, তেমন চরিত্র-বিন্যাস, যেদিক দিয়াই ধরা যায়, সাহিত্যক্ষেত্রে ইহা বিশেষ স্থান পাইবার অধিকারী।"

হিতবাদী (১৩০৮ সন ৫ই পৌষ) বলেন :—

"লেখক নবীন, তিনি কবিতার চর্চ্চা করিলে প্রবীণ কালে যশস্বী হইতে পারিবেন।"

অনুসন্ধান (১৩০৯ সন ২৯ শে অগ্রহায়ণ) বলেন :—

"যে পুস্তক দ্বারা কোন-না-কোন শ্রেণীর বিন্দু পরিমাণও উপকার দর্শিতে পারে, বিবেচনা করি, তাহারই আমরা সুখ্যাতি করিয়া থাকি। এ বিষয়টি কাব্যোচিত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। লেখকের দৃশ্য বর্ণনার শক্তি আছে, স্থানে স্থানে পড়িতে ভাল লাগে। আমরা এই নবীন কবির প্রশংসাই করিলাম। শুদ্ধ সৎসাহিত্যের সেবায় তিনি যশস্বী হউন।"

ঢাকা গেজেট (১৩০৮ সন ২৮ শে মাঘ) বলেন :—

"ইহা একখানি বীরকরুণরসাত্মক কাব্যগ্রন্থ। সপ্তরথী মিলিয়া কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে একটি বীরশিশুকে অন্যায়রূপে নিহত করা হইয়াছিল, তাহারই পুণ্য কাহিনী মনোহর অমিত্রাক্ষর ছন্দে এই

গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। বীর শিশুকে গর্হিতরূপে বিনিহিত হইতে দেখিয়া, গ্রন্থকার মর্ম্মে মর্ম্মে মরিয়া গিয়াছেন, এই গ্রন্থখানি সেই মর্ম্মযাতনারই ক্ষীণ অভিব্যক্তি। গ্রন্থের স্থানে স্থানে ভাষার লালিত্য ও মনোহর ভাবোচ্ছাস দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি।"

সারস্বতপত্র (১৩০৮ সন ১০ই বৈশাখ) বলেন :—

"বইখানি সুন্দর বাঁধান, ভাল অক্ষরে এবং ভাল কাগজে পরিপাটীরূপে মুদ্রিত হইয়াছে। কাব্যের বিষয় অভিমন্যু-বধ। ষোড়শবর্ষীয় বালক অভিমন্যুকে সপ্ত মহারথীর এক যোগে আক্রমণ এবং নিরস্ত্র অবস্থায় তাহার প্রাণসংহার, বীরনামের কলঙ্ক নয় কি! এই হেতুই কবি অভিমন্যুবধকে বীরক্ষেত্রের কলঙ্করূপে নির্দ্দেশ করিয়া কাব্যের নাম "কুরুক্ষেত্র-কলঙ্ক" রাখিয়াছেন। নামটি ঠিক হইয়াছে। এই কাব্যের প্রায় সমস্তই অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত, মাঝে মাঝে দুই একটি ক্ষুদ্র কবিতা মিত্রাক্ষরেও লিখিত হইয়াছে। এই অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনায় মধুসূদনের সমকক্ষ কেহ এখনও হইতে পারেন নাই, কালীভূষণও সেইরূপ। কিন্তু পদবিন্যাসের মাধুরী ও প্রাঞ্জলতায় মধুসূদনের অনুকারী অমিত্রাক্ষর লেখকদিগের মধ্যে কালীভূষণও প্রথম শ্রেণীতে আসন পাইবার যোগ্য। মাঝে মাঝে দুই একটি ব্যাকরণগত ভুল ও মুদ্রাকরপ্রমাদ রহিয়াছে। ইহা না থাকিলে, কালীভূষণের এই ছন্দোবদ্ধ ভাষাকে ঈদৃশ পদ্যরচনায় মাইকেলের পরে ভাষা বিষয়ে বিশুদ্ধ আদর্শরূপে নির্দ্দেশ করিতে পারিতাম। "কুরুক্ষেত্র-কলঙ্কের" স্থানে স্থানে কবিত্ব পরিস্ফুট দেখিয়া আমরা প্রীতিলাভ করিয়াছি।

আমরা দেখিয়া একান্ত সুখী হইয়াছি যে, কালীভূষণের "কুরু-

ক্ষেত্র-কলঙ্কের” কোন চরিত্রে কোন দিক দিয়া কলঙ্ক স্পর্শ ঘটে নাই। যেটি যেমন হওয়া উচিত, প্রায় ঠিক তেমনই হইয়াছে। প্রথম চেষ্টায় ইহাই যথেষ্ট। আমাদিগের বিশ্বাস, যত্ন করিলে কালীভূষণ কবিভূষণ হইয়া কৃতার্থ হইতে পারিবেন।”

বঙ্গের কলঙ্ক

(কাব্য)

শ্রীকালীভূষণ মুখোপাধ্যায় বিরচিত।

বাঙ্গালার রেভিনিউ বোর্ডের ভূতপূর্ব্ব মেম্বার ও বিলাতের ভারত কাউন্‌সিলের মেম্বার মাননীয় শ্রীযুক্ত কে, জি, গুপ্ত, আই-সি-এস মহাশয়ের অভিমত :—(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)।

বঙ্গের বর্ত্তমান সুপ্রসিদ্ধ “কবি ঔপন্যাসিক” শ্রীযুক্ত রায় সাহেব হারাণচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় বলেন :—

“যে বিষয় অবলম্বন করিয়া আপনি আপনার কাব্যকৌশল দেখাইয়াছেন, উহা অতি মনোহর এবং প্রকৃত স্বদেশানুরাগের পরিচায়ক। “বঙ্গের কলঙ্ক” বিমোচন করিতে করিতে ক্রমে আপনারা ভারতের কলঙ্কও অপনোদন করিতে পারিবেন ইহা আমি আশা করি। বঙ্কিমবাবু অনেকাংশে এই পথ সুগম করিয়া গিয়াছেন, এখন আপনাদের ন্যায় সাহিত্যসেবী সুকবির সেই পথে বিচরণ করা প্রার্থনীয়। আপনার সে শক্তি ও সৌভাগ্য আছে, গ্রন্থের কিয়দংশ পাঠ করিয়াই আমি তাহা বুঝিয়াছি।”

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম-এ-বি-এল মহাশয় বলেন ঃ -

মহাশয়ের "বঙ্গের কলঙ্ক" স্থানে স্থানে পাঠ করিয়াছি। যাহা পড়িলাম তাহাতে কবিত্বের যথেষ্ট পরিচয় পাইলাম।"

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার সুলেখক শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন ঘোষ বি-এ মহাশয় বলেন ঃ—

"বঙ্গের কলঙ্ক" কাব্যখানি বেশ সুন্দর হইয়াছে। ভাষা এমন প্রাঞ্জল ও মধুর যে পড়িতে আরম্ভ করিলে একটানা শেষ না করিয়া ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না।"

কুলীন বামণ।

(সামাজিক প্রহসন)

শ্রীকালীভূষণ মুখোপাধ্যায় বিরচিত।

এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হওয়ার পর গ্রন্থকার নানাস্থান হইতে অযাচিত ভাবে বহু প্রশংসাপূর্ণ পত্র পাইয়াছেন। তন্মধ্যে কতিপয় সামাজিক লোকের কএক খানি পত্র নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল ঃ—

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র সাংখ্যতীর্থ বেদান্তভূষণ.

কলিকাতা—কলুটোলা হইতে লিখিয়াছেন ;—

"শ্রদ্ধেয় কবি কালীবাবু, বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-কুলীন-কুলবালাগণের অদৃষ্ট-গগনে কৌলীন্য প্রথা-আমার প্রগাঢ় তিমির-ছায়া-নিপতিত হইয়াছে— সে আজ প্রায় আটশত বৎসর অতীত হইল। সংপ্রতি উদারমনা সমাজ-হিতৈষিগণের সাধুচেষ্টা ও অধ্যবসায় রূপ নব-

বিভাকরোদয়ে কুলবালাগণের অসৌভাগ্য-নিদান (ভূপাল বল্লাল ও দেবীবর প্রবর্ত্তিত) কৌলীন্য-তিমির-ঘোর যেন ধীরে ধীরে দূরে পলাইয়া যাইতেছে।

আজ প্রাতে আপনার "কুলীন বামণ" পুস্তকখানি পাঠ করিয়া "মেলবন্ধন" প্রভৃতি কৌলীন্যপ্রথার সমুচ্ছেদে কৃতবিদ্য উৎসাহী জনগণের মধ্যে আপনাকেই অন্যতম বোধে (স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া) এই পত্রখানি লিখিতেছি। আপনি স্বয়ং প্রসিদ্ধ কুলীন হইয়া এইরূপ নাটক লিখিয়াছেন বলিয়াই আন্তরিক ধন্যবাদার্হ।

এই প্রথা যে বেদ, বেদান্ত, স্মৃতিবিরুদ্ধ,তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। আপনার নাটকখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে, তাহা পাঠে আমি খুব আহ্লাদিত হইয়াছি। নাটকের প্রতি অঙ্কে (প্রতি প্রকরণে (ভাব, বিষয় ও কবির উদ্দেশ্যপ্রসূনাবলী যেন সুস্ফুট ও সৌরভময়। অতএব নাটকখানি নাট্যশালার রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের সুযোগ্য যে তাহা নিঃসংশয়। বহিখানি পড়িয়া আপনাকে স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করা সমুচিত বোধে অবিলম্বে পত্র লিখিলাম।"

অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণ সাবরেজিষ্ট্রার বাবু বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন :—

"আপনার "কুলীন বামণ" প্রহসনখানা বড়ই মনোমুগ্ধকর হইয়াছে। এরূপ প্রহসন সমাজে বহুপূর্ব্বে প্রচার হইলে আরও সমাজের বিশেষ উপকার হইত। ভগবান্-কৃপায় বড় বড় কুলীনসমাজে এই প্রহসনখানা বিশেষরূপে প্রচারিত হয় তাহাই কায়মনে কামনা করি। ধন্য আপনার উদ্ভাবনী শক্তিকে ও ন্যায়ানুমোদিত কার্য্যকে!"

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সতীশ চন্দ্র কাব্যতীর্থ লিখিয়াছেন :—

"আপনার "কুলীন বামণ" পাঠ করিয়া পরম প্রীত হইলাম।

এইরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার হইলে এই অধঃপতিত সমাজের যথেষ্ট উপকার হইবে আশা করা যায়। আপনার রসময়ী-লেখনী-প্রসূত যে কয়েকখানা নাটক পাঠ করিলাম, তাহার সকলগুলিই বিশেষ আনন্দপ্রদ। আশা করি, আরও দুই চারিখানা সামাজিক উপন্যাস বা নাটক লিখিয়া সমাজের উন্নতি বিধানে যত্নবান্ হইবেন।"

"কৃষিসমাচার" সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু নিশিকান্ত ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছেন ঃ—

"আপনার "কুলীন বামণ" পুস্তকখানা পাঠ করিয়া যার-পর-নাই সুখী হইয়াছি। আপনার নাটক্ কএকখানা হইতে এই প্রহসনখানা যে সর্ব্বাংশেই উত্তম হইয়াছে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।"

জজ কোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী বি-এল লিখিয়াছেন ঃ—

"এই বিশেষ সময়ে আপনার "কুলীনবামণ"—সাদরে গৃহীত হইবে। ইহা আমার প্রকৃতই গর্ব্বের বিষয় যে স্বীয় হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিতে আপনি সতর বৎসর বয়সেও যেরূপ সরল ছিলেন এখনও তাহাই আছেন।" (ইংরেজীর অনুবাদ)

কুলীন সমাজ সংস্কারক ৺রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের
পুত্র শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন ঃ—

"আমার প্রতিবেশী শ্রীযুক্ত মদন মোহন মুখোপাধ্যায়ের নিকট আপনার মূল্যবান রচনা "কুলীন বামণ', পুস্তকখানা দেখিয়াছি। আমি বইখানা পড়িবার অবকাশ পাইয়াছিলাম এবং নিঃসন্দেহে বলিতে পারি উহা সাধারণের চিত্তাকর্ষক ও সমাজের অশেষ

উপকারক হইবে। ঐরূপ বহুবিবাহের ঘোর পক্ষপাতী রামদাস মুখুয্যের চরিত্র আপনি কি সুচারুরূপে চিত্রিত করিয়াছেন! শিক্ষিত নগেনের জন্যই কি এতগুলি জীবন রক্ষা পায় নাই? দ্বিজদাসের মত লোক আজ কালের দিনে জুতা—কেবল জুতা প্রহারের যোগ্য। নিধিরাম কি অশ্ব চাবুক পাইবার যোগ্য নয়?

গত কথা যাক্! বর্ত্তমান সময়ে আমাদের কুলীন সমাজ হইতে নগেনদিগকে বাছিয়া নেওয়াই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য হইবে। পরমেশ্বর কি আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়তা জন্য স্বর্গ হইতে উপেনরায়গণকে পাঠাইবেন না? আমাদের কার্য্য সাধনে আমাদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইবে। আপনার "কুলীনবামণ" যাত্রার দলে অভিনীত হইলে উদ্দেশ্য বিশেষ সাধিত হইবে। নাট্যমঞ্চে অভিনীত হইলে আরও ভাল হইবে।

আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব জীবন ভরিয়া যাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন আপনি সেই—কুলীন সমাজ সংস্কারের কার্য্যে ব্রতী হওয়ায় আপনাকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।"

(ইংরেজীর অনুবাদ)

ঢাকার স্বনামধন্য অনারেবল শ্রীযুক্ত নবাব খাজে মহম্মদ ইউসুফ খান বাহাদুর লিখিয়াছেন:—

আমি আহ্লাদের সহিত জানাইতেছি যে স্বর্গীয় রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর ইনিই (কালীভূষণ বাবু) এই অঞ্চলের অন্যতর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ব্যক্তি বটেন।

(ইংরেজীর অনুবাদ)।